Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 63:50 min.
ID: IDI_AMR202_HH_R _22 May 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family members
Female	18	Class-VII	HDM	40,000 BDT	4 Years-Male.	No	Bangali	Total=4; Child-1, Wife (Res.) ,Father-in-law, Mother-in-law

প্রশ্নর্কতা: আসসালামুআলাইকুম। আমি এস এম এস। ঢাকা মহাখালি কলেরা হাসপাতালে কাজ করি। তো আমরা যেজন্য আসছি আপা, আমরা হচ্ছে বর্তমানে একটা স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষনামুলক কাজ করতেছি। এই কাজটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, মানুষ তাদের বাসাবাড়িতে মানুষ এবং গবাদি পশুর জন্য যখন অসুস্থ হয়, তখন তারা কি করে,তারা বুদ্ধি পরামর্শের জন্য কোথায় যায় এবং এই অসুস্থতার জন্য তারা কি ধরনের এন্টিবায়োটিক কিনে এবং এন্টিবায়োটিক কেনার পরে তারা সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করে এই সর্ম্পকে আমরা জানতে চাই। তো এই গবেষনায় যে প্রাপ্ত আমরা ফলাফল যেটা পাবো বা তথ্য পাবো, এটার উপর ভিত্তি করে আমরা জনগনকে বিভিন্ন বিষয় জানার জন্য উৎসাহিত করবো এবং এন্টিবায়োটিক এর যথাযথ ব্যবহার এবং নিরাপদ ব্যবহারটা আমরা নিশ্চিত করবো। তো ভালো আছেন, আপা?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, ভালো।

প্রশ্নর্কতা: তো একটু আগে, আমি তো আলোচনা করলাম আপা। আসলে আমরা যে আপনার থেকে যে তথ্যগুলো সেগুলা সর্ম্পূন গোপনীয়ভাবে আমরা গবেষনার কাজে লাগাবো। এটা কারো সাথে আমরা আর ইয়ে করবোনা। শেয়ার করবোনা। তো আপনি তো আমার সাথে ইয়া দেয়ার জন্য সাইন করেছেন। আপনি কিছু, তো আমরা কি শুরু করতে পারি, আপা?

উত্তরদাতা: আচ্ছা। ঠিক আছে।

প্রশ্নর্কতা: ধন্যবাদ। শুরু করি। তো প্রথমে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আপা, আপনি কি কাজ করেন?

উত্তরদাতা: সংসারের কাজ।

প্রশ্নর্কতা: সংসারের কাজ করেন আপনি। আপনার পরিবারে কে কে আছে বর্তমানে?

উত্তরদাতা: আমার শ্বশুর, শ্বাশুড়ি, এক ছেলে।

প্রশ্নর্কতা: আর আপনার স্বামী?

উত্তরদাতা: দেশের বাইবে থাকে।

প্রশ্নর্কতা: দেশের বাইবে থাকে। কোন দেশে থাকে উনি?

উত্তরদাতা: সৌদি আরব।

প্রশ্নর্কতা: সৌদি আরব। ঐখানে কি কাজ করেন ভাই?

উত্তরদাতা: ঐখানে যে ব্রিজ বানায়, ঐগুলার কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা: মাসে তার ইনকাম কত? আপনি একটু আগে বলতেছিলেন চল্লিশ হাজারের মতো। চল্লিশ হাজার নাকি আরো বেশী?

উত্তরদাতা: না। চল্লিশের মতোই হয়বো।

প্রশ্নর্কতা: চল্লিশের মতো। তো আপনার এই বাড়িতে যে আপনি আছেন। তারপর শ্বশুর, শ্বাশুড়ি এবং বাচ্চা। বাচ্চার বয়স কত আপা?

উত্তরদাতা: চার বছর।

প্রশ্নর্কতা: চার বছর? তো মাঝেমধ্যে কি এই বাড়িতে আর অন্য কেউ এসে থাকে?

উত্তরদাতা: না। এমনি বেশীরভাগ আসেনা কেউ বাইরে থেকে।

প্রশ্নর্কতা:আত্মীয় স্বজন কেউ কি আসে, অন্য কেউ?

উত্তরদাতা: সেরকম কেউ নাই। আর আসলেও তারা থাকেনা।

প্রশ্নর্কতা: থাকেনা। চলে যায়। আচ্ছা, তো আপনার বাড়িতে আপা, এমনি গবাদি পশু বা হাঁস মুরগি এই ধরনের কি কি আছে?

উত্তরদাতা: একটা গরু আছে আর মুরগি আছে।

প্রশ্নর্কতা: গরু, এটা কি মানে ষাড় গরু?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। ষাড় গরু।

প্রশ্নর্কতা: ষাড় গরু। আমি একটু আগে দেখছি। আর মুরগি কয়টা আছে, আপা?

উত্তরদাতা: ছয় সাতটা।

প্রশ্নর্কতা:ছ য় সাতটা। এগুলা কে দেখাশুনা করে?

উত্তরদাতা: আমি, আমার শ্বাশুড়ি।

প্রশ্নর্কতা: আপনি করেন নাকি আপনার শ্বাশুড়ি বেশী সময় করে থাকে?

উত্তরদাতা: আমার শ্বাশুড়ি বেশী গরুর পিছনে।

প্রশ্নর্কতা: আর আপনি সময় দেন না?

উত্তরদাতা: আমিও দিই।

প্রশ্নর্কতা: আপনিও দেন। দুইজনে মিলেই দেখেন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো আপনাদের এই যে বাড়ি দেখতেছি, এটা তো হচ্ছে উপরে টিন, চারিদিকে টিন আর নীচে কি আপা?

উত্তরদাতা: নীচে মাটি।

প্রশ্নর্কতা: মাটি। আচ্ছা। চারিদিকে টিন আর নীচে মাটি। তো যে আপনাদের কোন ভাড়াটিয়া বা কেউ থাকে নাকি সবঘরে আপনারা নিজেরাই থাকেন?

উত্তরদাতা: আমরা নিজেরাই থাকি।

প্রশ্নর্কতা: আর ঘরের মধ্যে আপা কি কি আছে? যেমন, অঅপনাদের ফ্রিজ আছে?

উত্তরদাতা: ফ্রিজ আছে, টিভি আছে।

প্রশ্নর্কতা: আর?

উত্তরদাতা: ডাইনিং টেবিল আছে।

প্রশ্নর্কতা: আর?

উত্তরদাতা: আলনা আছে, খাট আছে।

প্রশ্নর্কতা: শোকেস , তারপর হচ্ছে ওয়ারড্রোব এই জাতীয় কিছু?

উত্তরদাতা: শোকেস আছে। আমার শ্বাশুড়ির ঘরে।

প্রশ্নর্কতা: শ্বাশুড়ির। আপনার ঘরে কি আছে?

উত্তরদাতা: না। আমার ঘরে

প্রশ্নর্কতা শোকেস নাই?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা:আর হচ্ছে আলমারি?

উত্তরদাতা: আলমারি নাই। ডেক্স আছে।

প্রশ্নর্কতা: ডেক্স আছে। আচ্ছা, আপা এখন যেটা জানতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে আপনার সম্বন্ধে, পরিবারের সদস্য সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানলাম। এখন যেই বিষয়টা জানতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবা নেওয়া মানে আপনাদের কেউ যদি অসুস্থ হয়, উনারা স্বাস্থ্য সেবা কোন জায়গা থেকে নিয়ে থাকে বা কি এই বিষয়ে একটু জানতে চাচ্ছিলাম। পরিবারের সবাই কি আজকে বর্তমানে ভালো আছে, সুস্থ আছে সবাই?

উত্তরদাতা:হ্যাঁ, সবাই সুস্থ।

প্রশ্নর্কতা:আপনাদের পরিবারে এইযে বললেন, তিনজন এবং আপনার বাচ্চা সহ চারজন সদস্য। এরা কেউ কি মাঝেমধ্যে অসুস্থ হয়ে যায়?

উত্তরদাতা:হ্যা, হয়।

প্রশ্নর্কতা:কে হয় অসুস্থ?

উত্তরদাতা:আমার শ্বাশুড়ি আছে।

প্রশ্নর্কতা:কি সমস্যা হয় উনার?

উত্তরদাতা:তার হাড়ে সমস্যা।

প্রশ্নর্কতা:হার্ট? হার্টের সমস্যা।

উত্তরদাতা:হাড়, এই পিছনে

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, হাড়ে। কোন জায়গায়, কিসের হাড়ে?

উত্তরদাতা:এই পিঠের।

প্রশ্নর্কতা:পিঠের? মেরুদন্ড নাকি

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা: মেরুদন্ডতে,কি সমস্যা হয় উনার?

উত্তরদাতা:ঐখানে হাড্ডি নাকি বাড়ছে।

প্রশ্নর্কতা:ঐটা সমস্যা? উনার বয়স কত শ্বাশুড়ির?

উত্তরদাতা:পঞ্চাশ।

প্রশ্নর্কতা: পঞ্চাশ বছর আর শ্বশুরের?

উত্তরদাতা:ষাট বছর।

প্রশ্নর্কতা:ষাট বছর। তো শ্বাশুড়ি প্রায় সময় ঐ পিঠের ব্যথা যেটা বলতেছেন, হাড়ের ব্যথা। ঐটায় কষ্ট পায়, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো উনি এজন্য কোন চিকিৎসা বা কোন ঔষধপত্র খায়?

উত্তরদাতা:খায়।

প্রশ্নর্কতা কোত্থেকে খায় উনি এটা?

উত্তরদাতা:বাড়ির পাশেই। ডাক্তারের কাছ থেকে।

প্রশ্নর্কতা: ডাক্তারের কাছ থেকে। আচ্ছা, যখন ধরেন উনি এই ঔষধগুলো খায়, কোন ডাক্তারের কাছে যায়, কোন জায়গায়?

উত্তরদাতা:বাঁশতৈল বাজারে।

প্রশ্নর্কতা:বাজারে। কোন ডাক্তারের কাছে যায় জানেন তার নাম?৫:০০

উত্তরদাতা:ডা:১১।

প্রশ্নর্কতা:ডা:১১ ডাক্তার। উনি কি পাশ করা ডাক্তার নাকি কিরকম ডাক্তার উনি?

উত্তরদাতা:না। এমনে ডাক্তার না।

প্রশ্নর্কতা:কিরকম তার কি এমবিবিএস

উত্তরদাতা:ফার্মেসি। ঔষধের ফার্মেসি।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধের ফার্মেসি। তার কোন সার্টিফিকেট বা কোন এরকম বড় ধরনের কোন ডিগ্রি বা এরকম কিছু আছে?

উত্তরদাতা:না। ঐ ধরনের কিছু নাই।

প্রশ্নর্কতা:কিরকম ডাক্তার তাহলে? গ্রাম্য ডাক্তার বা আমরা যেটা বলি, এরকম?

উত্তরদাতা:হ্যা। এরকম।

প্রশ্নর্কতা:তো তার কাছে যায়? আর যদি ধরেন আপনার শ্বাশুড়ি বা বাচ্চা, কেউ অসুস্থ হয়, সেটাকে দেখাশুনা করে কে?

উত্তরদাতা: আমরা সবাই, আমি করি, আমার শ্বাশুড়ি করে।

প্রশ্নর্কতা: শ্বাশুড়ি করে। আপনার শ্বাশুড়ি যে অসুস্থ হয়, তখন দেখাশুনা কে করেন?

উত্তরদাতা:আমি করি।

প্রশ্নর্কতা:আপনি করেন? যখন আপনার বাচ্চা প্লাস আপনি যদি, পরিবারের আপনার শ্বশুর অসুস্থ হয়, তখন দেখভাল করে কে?

উত্তরদাতা:আমার শ্বাশুড়ি করে। আমিও করি।

প্রশ্নর্কতা বেশীরভাগ সময়ে করে কে? আপনি করেন নাকি শ্বাশুড়ি করে?

উত্তরদাতা: শ্বাশুড়ি থাকে সবসময়ে পাশে।

প্রশ্নর্কতা:পাশে থাকে, আচ্ছা। কেউ কি এই মুর্হুতে অসুস্থ আছে মানে ডায়রিয়া বা শ্বাসকষ্ট বা অন্য কোন অসুস্থতা জ্বর বা এই ধরনের সমস্যা আছে কারো?

উত্তরদাতা:না। এই ধরনের সমস্যা নাই।

প্রশ্নর্কতা:নাই। আচ্ছা, আপনি কি মনে করতে পারেন যে গত মানে সর্বশেষ কতদিন আগে দৈনন্দিন কাজ কর্মের মাঝে কেউ কি অসুস্থ ছিল কিনা? এই সংসারের টুকিটাকি কাজ করতে গিয়ে বা যেকোন কারনে কেউ কি অসুস্থ ছিল? লাষ্ট কতদিন আগে অসুস্থ হয়ছিল?

উত্তরদাতা:দুইমাস।

প্রশ্নর্কতা:কে অসুস্থ হয়ছিল?

উত্তরদাতা:আমার শ্বাশুড়ি।

প্রশ্নর্কতা:উনার কি সমস্যা ছিল?

উত্তরদাতা:ঐতো ঐ সমস্যাই।

প্রশ্নর্কতা:ঐ পিঠের? এটা কি হয় মানে উনার

উত্তরদাতা:ব্যথা হয়।

প্রশ্নর্কতা:ব্যথা করে। শুধু পিঠের ঐটাই সমস্যা। আর কোন সমস্যা কি হয়েছে?

উত্তরদাতা:আর সমস্যা আছে প্যারালাইসিস হয়ছিল।

প্রশ্নর্কতা:মানে কিরকম প্যরালাইসিস, পুরা শরীর নাকি

উত্তরদাতা:মাথায় আর হাতে।

প্রশ্নর্কতা:হাতে হয়েছে? তো এখন কি অবস্থা?

উত্তরদাতা:এখন সুস্থ।

প্রশ্নর্কতা:সুস্থ আছে। আর এমনে ডায়রিয়া বা শ্বাসকষ্ট বা অন্য যেকোন সমস্যা?

উত্তরদাতা:না। ঐ ধরনের কোন সমস্যা নাই।

প্রশ্নর্কতা:সমস্যা হয়নি। আচ্ছা, তো যেমন আপনার শ্বশুরের কি অবস্থা? শ্বশুরের কোন অসুস্থতা?

উত্তরদাতা:শ্বশুর এমনি সুস্থই।

প্রশ্নর্কতা:সুস্থ? কোন সমস্যা উনার হয় শ্বাসকষ্ট বা ডায়রিয়া বা মাঝেমধ্যে জ্বর বা অন্য কোন অসুখ হওয়া?

উত্তরদাতা:হঠাৎ জ্বর আসে।

প্রশ্নর্কতা:মানে কিজন্য আসে এটা? কতদিন পরপর আসে?

উত্তরদাতা: কতদিন পরপর, ছয়মাস পরেও হয় আবার তিনমাস পরেও হয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে কিজন্য এটা? উনি ডাক্তার দেখান নাই?

উত্তরদাতা: গরম থেকে। মনে করেন যে উনি চায়ের দোকান করেন। সারাদিন রোদে থাকে। রোদে দোকানে থাকে। তারজন্য জ্বর হয় একটু।

প্রশ্নর্কতা:মানে সবশেষ কবে হয়ছিল উনার জ্বর?

উত্তরদাতা:তাও পনের বিশ দিন আগে।

প্রশ্নর্কতা: পনের বিশ দিন আগে। কয়দিন ছিল জ্বর?

উত্তরদাতা:তিন চার দিন।

প্রশ্নর্কতা:তিন চার দিন, তো জ্বর হওয়ার পরে উনি কি ডাক্তার দেখায়ছিল?

উত্তরদাতা:এমনে ঔষধ এনে খায়ছিল।

প্রশ্নর্কতা:ঔষধ? কোন জায়গা থেকে আনছিল?

উত্তরদাতা:বাজার থেকেই।

প্রশ্নর্কতা:কার কাছে থেকে এটা বাজারে?

উত্তরদাতা: বাজারে ডা:১১ কাছ থেকেও আনে আবার ঐখানে আর একটা দোকান আছে

প্রশ্নর্কতা:কার দোকান বলে?

উত্তরদাতা:ডা:১৪

প্রশ্নর্কতা: ডা:১৪। মানে ওরা কি ডাক্তার আসলে, যারা ঔষধগুলো দেয় মানে নাকি ওরা ঔষধ

উত্তরদাতা:এমনি ঐরকম বড় ডাক্তার না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কি ধরনের ডাক্তার ওরা?

উত্তরদাতা:এমনি গ্রাম এলাকায় যেরকম, ঔষধের ফার্মেসি করে ঐটায় বড়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। উনি কি কোন প্রেসক্রিপশন কাগজে লিখে দেয় ঔষধ নাকি ঔষধ দিয়ে দেয় এমনি।

উত্তরদাতা:না। এমনি দিয়ে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: দিয়ে দেয়। কিছু বলে? ঔষধ কিভাবে খেতে হবে বা কি করতে হবে?

উত্তরদাতা:হ্যা, তা বলে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে কয়দিনের ঔষধ দেয়? ধরেন শ্বশুরের যে জ্বর হয়ছিল, কয়দিনের ঔষধ দিছিল?

উত্তরদাতা:দুইদিন।

প্রশ্নর্কতা:দুইদিনের। তারপরে খাওয়ার পরে কি উনি সুস্থ হয়ে গেল নাকি

উত্তরদাতা:হ্যা। সুস্থ হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:আর শ্বাশুড়ির তো বললেন পিঠের ব্যথা। উনি কি ঔষধ কি বাজার থেকে আনে নাকি অন্য কোন বড় ডাক্তার বা ঢাকা থেকে বা কোথায় দেখায়?

উত্তরদাতা:মির্জাপুর থেকে আনতো প্রথমে এমবিবিএস ডাক্তার। এখন আবার এখানে-----৯:০০-- দেখায়ছে। পরে এখান থেকে দিছে ঐ ডা:১১ হুজুর। ঐখান থেকে পরে এনে খায়তেছে।

প্রশ্নর্কতা:তো মির্জাপুরে যে দেখায়ছিল, এটা কবে দেখায়ছিল আপা?

উত্তরদাতা:এটা দেখায়ছিল তাও মনে হয় ছয় সাত মাস আগে।

প্রশ্নর্কতা:কোন জায়গায় মির্জাপুর?

উত্তরদাতা:কুমুদিনিতে।

প্রশ্নর্কতা:কুমুদিনি? আচ্ছা, তো ঐখানে ডাক্তার দেখার পরে কি বলছে, কি সমস্যা?

উত্তরদাতা:হাড়ের মাংস, মাংস না হাড় বাড়ছে।

প্রশ্নর্কতা:হাড় বেড়ে গেছে। আর আপনার যে বাচ্চা, ওর কি জানি নাম বলেছিলেন আপা?

উত্তরদাতা:সাদ।

প্রশ্নর্কতা:সাদের কোন সমস্যা হয়ছিল? লাষ্ট কবে অসুস্থ হয়ছিল সাদ?

উত্তরদাতা:সাদ এইযে দুই মাস আগে শরীরে জানি কিজানি একটা উঠছিল?

প্রশ্নর্কতা:এটা কোন জায়গায় উঠছিল? এটা কি?

উত্তরদাতা:সারা শরীরে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, কিরকম দেখতে?

উত্তরদাতা:ছোট গোটার মতো।

প্রশ্নর্কতা:পানি ছিল?

উত্তরদাতা:না। পানি না। এমনিই গোটা চুলকায়তো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, পরে?

উত্তরদাতা:পরে এটা এখান থেকে ডাক্তারে ঔষধ আইনা খাওয়াইছি। এখন সুস্থ।

প্রশ্নর্কতা:এটা মানে কয়দিন খাওয়ায়ছেন ঔষধ?

উত্তরদাতা:ঔষধ খাওয়াইছি এক সপ্তাহ।

প্রশ্নর্কতা:কি ঔষধ ছিল এটা?

উত্তরদাতা:এটা ছিল ডেক্সলোর ।১০:০০

প্রশ্নর্কতা: ডেক্সলোর। এটা কি এমনি নরমাল কোন ঔষধ নাকি এন্টিবায়োটিক, এটা কি ছিল? বলে দিছে ডাক্তার?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক, মানে কোন ডাক্তার দেখায়ছিলেন এটা? ঐযে ডা:১১ একজন

উত্তরদাতা:হ্যা। ঐটা প্রেসক্রিপশন দিছিল ঢাকা থেকে। প্রথমে ঢাকা গেছিলাম। ওর শরীরে ছোট বেলা থেকেই একটা ইয়ে ছিল, গোটা উঠতো। পরে ঢাকা থেকে ঔষধ আইনা

প্রশ্নর্কতা:ঢাকা কোথায় দেখায়ছিলেন?

উত্তরদাতা:ঢাকা ঐটা হলো ঐখানে অনেক বড় একটা ডাক্তার,

প্রশ্নর্কতা:মানে কোন হাসপাতালে

উত্তরদাতা:চর্ম রোগের ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:ঐখান থেকে ঔষধ আইনা খাওয়াইছি। পরে

প্রশ্নর্কতা:ঐটা হাসপাতাল ছিল নাকি শুধু ডাক্তার? শুধু ডাক্তার, আলাদা প্র্যাক্টিস করে

উত্তরদাতা:ঐ যে বাড়িতেও করে আবার এমনি আলাদা চেম্বার আছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে চেম্বারে গিয়ে দেখায়ছেন নাকি হাসপাতালে গিয়ে দেখায়ছিলেন?

উত্তরদাতা:চেম্বারে দেখাইছি।

প্রশ্নর্কতা:চেম্বারে দেখায়ছিলেন? তো ডাক্তার কয়দিনের ঔষধ দিছিল ঐটা?

উত্তরদাতা:ঐটা একমাস খাওয়ায়তে বলছিল।

প্রশ্নর্কতা:তো যেটা হচ্ছে রুমি আপা, ডাক্তার যে দেখায়ছিলেন, উনি কয়দিনের ঔষধ দিছিল?

উত্তরদাতা:উনি দিছিল পনের দিন।

প্রশ্নর্কতা:পনের দিন। এবং দিনে কয়টা করে খাওয়াতে বলছিল?

উত্তরদাতা:তিনটা ঔষধ দিছিল দিনে তিনবেলা করে।

প্রশ্নর্কতা:তারপরে এটা পনের দিন খাওয়াতে বলছে? এটা কি ঔষধ ছিল আপা?

উত্তরদাতা:এটা এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক ছিল। নাম খেয়াল আছে এই ঔষধটার?

উত্তরদাতা:ঐ একটা ডেক্সলোর আর দুইটা, ঐ দুইটার নাম মনে নাই। অনেক আগে

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, মানে এন্টিবায়োটিক কয়টা ছিল? তিনটা যে ঔষধ দিছিল

উত্তরদাতা:দুইটা।

প্রশ্নর্কতা:দুইটা এন্টিবায়োটিক ছিল? পনের দিন খাওয়াতে বলছিল? খাওয়ানোর পরে সুস্থ হয়ে গেছিল?

উত্তরদাতা:হ্যা। খাওয়ানোর পরে এমনে সুস্থ।

প্রশ্নর্কতা:তো সাদ কতদিন অসুস্থ ছিল মানে ঔষধ খাওয়ানোর আগে?

উত্তরদাতা:একমাসই শরীরে ঐরকম গোটা ছিল?

প্রশ্নর্কতা:মানে কোথায় ছিল গোটাগুলা?

উত্তরদাতা:সারা শরীরে।

প্রশ্নর্কতা দেখতে কেমন মানে পানি নাই গোটার মধ্যে?

উত্তরদাতা:না। পানি না এমনি চুলকায়।

প্রশ্নর্কতা:চুলকাতো। তো আপা যেটা বলতেছিলেন, ঐযে আপনার বাচ্চা, সাদের গায়ে যে গোটা গোটা উঠছিল, তাহলে আপনি এরকম ঢাকা গিয়ে একজন ডাক্তার দেখায়ছিলেন। কি ডাক্তার ছিল উনি?

উত্তরদাতা:চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ।

প্রশ্নর্কতা: বিশেষজ্ঞ। তো দেওয়ার পরে উনি ইয়ে করছিল আপনাকে ঔষধ দিছিল। সেটা আপনি পনের দিন খাওয়ায়ছেন। তিনটা ঔষধ দিছিল। দুইটা এন্টিবায়োটিক ছিল বলতেছেন। একটার নাম কি বললেন আপা? আমি ভুলে গেছি।

উত্তরদাতা:ডেক্সলোর।

প্রশ্নর্কতা:ডেক্সলোর ছিল। তো ঐটা কতদিন মানে পনের দিন কতক্ষন পরপর খাওয়াতে বলছিল দিনে কয়টা?

উত্তরদাতা:দিনে তিন ঘন্টা পরপর।

প্রশ্নর্কতা:এটা দুইমাস আগের ঘটনা বলতেছেন, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:দুই মাস আগে। এরপর কি সাদের আর কিছু হয়ছে, বাচ্চার?

উত্তরদাতা:না। এখন সুস্থ আছে।

প্রশ্নর্কতা: সুস্থ আছে আল্লাহর রহমতে। আর ঐ ধরনের কোন সমস্যা দেখা যায় নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এখন যে বিষয়টা একটু জানতে চাচ্ছিলাম, ধরেন কেউ যদি দৈনন্দিন কাজের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায়, তাহলে আপনি সেটা কিভাবে বুঝতে পারেন যে, সে অসুস্থ?

উত্তরদাতা:তার শরীরে ভাব দেখে বা অসুস্থ থাকলে তার একটা দেখা যায় যে অন্যরকম

প্রশ্নর্কতা:কিরকম লাগে?

উত্তরদাতা:তার শুকনা শুকনা লাগে বা শরীরে জ্বর থাকলে কিছু খাওয়া দাওয়া করেনা। ঐসব দেখে বোঝা যায় আরকি।

প্রশ্নর্কতা:মানে বোঝেন যে, সে অসুস্থ। মানে আরো যদি একটু খুলে বলেন মানে ভালোভাবে বোঝার জন্য যে একজন মানুষ অসুস্থ, ধরেন আপনার বাচ্চার বাশ্বাশুড়ি বা আপনি নিজে, এটা আপনি কিভাবে বোঝেন?

উত্তরদাতা:মানে সে ঘর থেকে, আমার শ্বাশুড়ি যখন অসুস্থ থাকে, তখন বিছানা থেকে উঠতে পারেনা। বেশীরভাগ সময় সে শুয়ে থাকে। বা খাওয়া দাওয়া সেরকম করতে পারেনা। এটা দেখে বোঝা যায়।

প্রশ্নর্কতা:তো উনি তো হচ্ছে পিঠের ব্যথার জন্য। যদি কোন, কেউ অন্য কোন বিষয়ে অসুস্থ হয়, যে ধরেন অনেক ধরনের অসুস্থতা আছে না?যে অন্য একটা অসুস্থতা হলো যে, তখন সেটা কিভাবে বোঝেন? একটা বললেন জ্বর। এছাড়া আর?

উত্তরদাতা:আর হাড়ে ব্যথা হলে

প্রশ্নর্কতা:না, এটা তো হাড়ের ক্ষেত্রে। হাড়ের বিষয় তো একটু অন্য ধরনের।

উত্তরদাতা:তারপরও ঐরকম কোন সিরিয়াস অবস্থা এখনো হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা:যেমন একটা বললেন যে জ্বর হয়, খাওয়া দাওয়া করেনা, এটা একটা জিনিস হতে পারে। আর যেটা আমরা সচরাচর দেখে থাকি। আসলে আমি ডাক্তার না। আমিও ভালো বুঝিনা যে, কি হয়। আচ্ছা, তো আপনাদের এই পরিবারে মানে স্বাস্থ্য সেবা সর্ম্পকে যদি আমি একটু জিজ্ঞেস করি, যদি জানতে চাই, সেটা হচ্ছে যদি কেউ অসুস্থ হয়, তাহলে মানে প্রথম কোথায় যায়?

উত্তরদাতা:প্রথম এই বাজারের ডাক্তারের কাছে যাই।

প্রশ্নর্কতা:বাঁশ তৈল বাজারের ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার বলতে আপনি কোন ধরনের ডাক্তার বুঝাচ্ছেন? এরা কারা?

উত্তরদাতা:এমনি ডাক্তার না। মনে করেন ফার্মেসি ওরা সবকিছু দেখে বোঝে আরকি। এই প্রেশার মেপে ঔষধ দেয়। ঐখানে যেয়ে, তারপর ঐখানে গেলে ওরা যদি কোন বড় সমস্যা দেখে তখন বলে দেয় যে, তোমরা অন্য হাসপাতালে যাও বা বড় কোন সরকারি ডাক্তার দেখাও।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, মানে ওরা ঐটা বলেই দেয় যে, আমরা পারতেছিনা। তোমরা অমুক জায়গায় দেখাও।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো এরকম বাঁশতৈল বাজারে কয়টা র্ফামেসিতে আপনারা সাধারনত যান?

উত্তরদাতা:দুইটা।

প্রশ্নর্কতা:দুইটা। র্ফামেসি গুলার নাম কি আপা?

উত্তরদাতা:ফার্মেসির নাম তো সঠিক মনে নেই।

প্রশ্নর্কতা:মানে ফার্মেসির কি এরকম কোন সাইনর্বোড বা ইয়া আছে মানে যাদের কাছে যায়? আপনিও তো যান।১৫:০০

উত্তরদাতা:সাইনর্বোড আছে।

প্রশ্নর্কতা:আছে? তাহলে এখানে যারা ঔষধ বিক্রি করে, উনাদের নাম কি?

উত্তরদাতা:একজনের নাম ডা:১১। আর একজনের নাম কিজানি

প্রশ্নর্কতা:ডা:১৪?

উত্তরদাতা:ডা:১৪।

প্রশ্নর্কতা:ডা:১৪। তাহলে এইযে দুইজনের কাছে যে যান, তাহলে দুইজনের মধ্যে কার কাছে বেশী যান, আপা?

উত্তরদাতা:ডা:১৪ ডাক্তারের কাছে।

প্রশ্নর্কতা: ডা:১৪ ডাক্তারের কাছে। কেন যান ডা:১৪ ডাক্তারের কাছে বেশী?

উত্তরদাতা:উনি ঔষধ দিলে অসুখ তাড়াতাড়ি সারে। আর উনার ঔষধ একটু ভালো।

প্রশ্নর্কতা:তো তারা কি মানে ধরেন একটা পাস করা ডাক্তার যেরকম বা এমবিবিএস ডিগ্রীধারী ডাক্তার, উনারা কি ঐরকম ডাক্তার কি?

উত্তরদাতা:ঐরকম ডাক্তার না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তারা এমনে কোন কোর্স বা কোন সার্টিফিকেট আছে তাদের?

উত্তরদাতা:নাই মনে হয়।

প্রশ্নর্কতা:তো এমনে তারা এইযে ট্রিটমেন্ট বা চিকিৎসা করে, ওরা কিভাবে করে এরা?

উত্তরদাতা:এরা মনে হয় নিজে থেকেই।

প্রশ্নর্কতা: নিজে থেকেই। মানে তারা আজকে কত বছর ধরে এটা করতেছে আপনার জানামতে? আপনি

উত্তরদাতা:পাঁচ ছয় বছর ধরে আমি দেখতেছি।

প্রশ্নর্কতা: পাঁচ ছয় বছর ধরে আপনি দেখতেছেন। তো এইযে ডা:১৪ ডাক্তার এবং ডা:১১ ডাক্তার, ওদের বয়স কেমন?

উত্তরদাতা:বয়স চল্লিশ পাঁচ্চল্লিশের মতোন হয়বো।

প্রশ্নর্কতা: চল্লিশ পাঁচ্চল্লিশ হবে, আচ্ছা। তাহলে এইযে ধরেন আপনার পরিবারে স্বাস্থ্যগত যেকোন যদি সমস্যা হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত যেমন আপনার বাচ্চার ক্ষেত্রে কে নেয়? যে তাকে ডাক্তারের কাছে দেখাতে হবে বা নিয়ে যেতে হবে বা নিয়ে যাবো।

উত্তরদাতা:আমিই নিই।

প্রশ্নর্কতা:আপনিই নেন। আর যদি পরিবারে আপনার শ্বশুর শ্বাশুড়ি উনারা অসুস্থ হয়,

উত্তরদাতা:তাহলে আমার শ্বাশুড়ি।

প্রশ্নর্কতা:মানে সিদ্ধান্তটা কে নেয় যে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে?

উত্তরদাতা: আমার শ্বাশুড়ি নেয়।

প্রশ্নর্কতা: শ্বাশুড়ি নেয়? নাকি শ্বশুর নেয়?

উত্তরদাতা:শ্বশুরের এমনে তার কোন ঔষধের দরকার হলে সে নেয়। আর যদি আমার শ্বাশুড়ির ঔষধের দরকার হয়, তাহলে শ্বাশুড়ি নেয়। যার যার

প্রশ্নর্কতা:মানে যার যারটা সে নিজেই নেয়?

উত্তরদাতা:নিজেই নেয়।

প্রশ্নর্কতা:তো একজন আছে না যে অভিভাবক বা মানে যে ঘরের কর্তা বা যিনি এটা কন্ট্রোল করবে বা

উত্তরদাতা:আমার শ্বশুর সবসময় ব্যস্ত থাকে, দোকানে থাকে। এজন্য সে কোন ইয়ে

প্রশ্নর্কতা:কিসের দোকান উনার?

উত্তরদাতা:উনার যে এমনে মনিহারি দোকান।

প্রশ্নর্কতা:মনিহার আছে মানে কি মুদির দোকান?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো তাহলে যার যারটা সে সে নেয়। এমনে বুদ্ধি পরার্মশ করেন না নিজেরা নিজেরা যে একটু যে অসুস্থ বাচ্চা বা অমুক অসুস্থ কি করা যায় এই বিষয়ে

উত্তরদাতা:যদি বড় কোন সমস্যা হয় তাহলে করি। আর ছোট খাটো কোন সমস্যার মধ্যে সবার একসাথে হওয়ার কোন ইয়ে নেই।

প্রশ্নর্কতা:একসাথে না, যার যারটা সে সে নেয়, বললেন। আচ্ছা, তো এইযে ঔষধ আনতে কে মানে যায়, যেমন, আপনার বাচ্চা যদি অসুস্থ হয়, তাহলে ডাক্তারের কাছে কে নিয়ে যায় বা ঔষধ কিনতে কে যায়?

উত্তরদাতা:এখন ওর আব্বু বাড়িতে নেই, এখন আমি যাই।

প্রশ্নর্কতা:ওর বাবা বললেন কোথায় জানি, কোন দেশে?

উত্তরদাতা: বিদেশ।

প্রশ্নর্কতা: বিদেশ । আজকে কয় বছর ধরে আছেন উনি?

উত্তরদাতা:বছর হয় নাই। আড়াই মাস, গেছে।

প্রশ্নর্কতা:এই প্রথম গেল নাকি আগে ছিল?

উত্তরদাতা:প্রথম।

প্রশ্নর্কতা:প্রথম? আড়াইমাস হয়ছে? তাহলে আপনি যান। হচ্ছে যে বাচ্চার যেকোন বিষয়ে সমস্যা হলে ইয়ে হলে মানে আপনি কি একা যান নাকি কাউকে সাথে করে নিয়ে যান?

উত্তরদাতা:সাথে নিয়ে যাই।

প্রশ্নর্কতা:কাকে নিয়ে যান?

উত্তরদাতা:সাথে আমার যারে খুশি মনে করেন, আমার শ্বশুর আছে, আবার একটা মামী শ্বাশুড়ি আছে, উনি যায় আমার সাথে।

প্রশ্নর্কতা: মামী শ্বাশুড়ি, উনি কোথায় থাকে?

উত্তরদাতা:পাঁচগাও।

প্রশ্নর্কতা: পাঁচগাও।

উত্তরদাতা:আসে মনে করেন আমাদের বাড়িতে সবসময়।

প্রশ্নর্কতা:অসুস্থ হলে উনাপকে খবর দেন যে একটু আসেন।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:বেশীরভাগ সময় কে যায় সাথে?

উত্তরদাতা:শ্বশুর নিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা: শ্বশুর নিয়ে যায়। আর?

উত্তরদাতা:আমিই যাই।

প্রশ্নর্কতা:বেশীরভাগ সাথে আপনি যান, আর শ্বশুরকে নিয়ে যান বলতেছেন। তো তাহলে একা বেশী যান নাকি শ্বশুরকে বেশী নিয়ে যান?

উত্তরদাতা:একাই বেশী যাই।

প্রশ্নর্কতা:একাই বেশী যান। আচ্ছা, তো এইযে আপনি যে বাঁশতৈল বাজারে এখানে যান, কেন আপনি এই জায়গাটায় বেশী যান? মানে আপা আরো তো অনেক

উত্তরদাতা:কারন, এটা আমার হাতের কাছে। বা বাড়ির পাশাপাশি আছে। যায়তে সময় লাগেনা। বা ঐখানে ঔষধ খায়লে অনেক ভালো। কোন সমস্যা হয়না। তাড়াতাড়ি অসুখ সাইরা যায়।

প্রশ্নর্কতা:মানে এটা আপনি মনে করতেছেন যে কাছে এবং ঔষধ খেলে তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যায়। তো এটা তো আপা অন্য জায়গায়ও করা যেতো।

উত্তরদাতা: অন্য জায়গায় যাওয়া মানে সমস্যা। পোলাপাইন নিয়ে যাওয়া গাড়িতে কষ্ট। তারজন্য আমরা এখানেই বেশী ইয়ে করি।

প্রশ্নর্কতা:তো এখানে যেটা হচ্ছে খরচ কেমন আপা এখানে?

উত্তরদাতা:এখানে খরচ মানানসই মতোই।

প্রশ্নর্কতা:মানে কেমন, বেশী নাকি কম?

উত্তরদাতা: না। খুব বেশীও না, কমও না। মনে করেন একটা পোহানো মতোই, উনাদের ঔষধের দাম ইয়ে কইরাই উনারা টাকা নেয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি যে খরচ করেন ঔষধের জন্য টাকা, আপনার কাছে কি মনে হয় যে মানে খরচটা কি একটু বেশী হয় চিকিৎসা করার জন্য বাঁশতৈল বাজারে নাকি কম?

উত্তরদাতা:না। ঠিকমতোই। যে ঔষধের দাম অনুযায়ী উনারা দাম নেয়। ২০:০০

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আর যারা ঐযে ধরেন ঔষধ প্রেসক্রিপশন করে বা বলে যে এই ঔষধ খান, বাচ্চার এই সমস্য বা আপনার শ্বশুরের এই সমস্যা, এই ঔষধ খান। তো তারা প্রেসক্রিপশন এর জন্য কি কোন টাকা নেয়?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা কোন টাকা নেয় না?

উত্তরদাতা:এমনি ঔষধের জন্য টাকা নেয়। প্রেসক্রিপশন লিখতে টাকা নেয়না।

প্রশ্নর্কতা:ঐটা কি কাগজে লিখে দেয় নাকি মৌখিকভাবে বলে দেয়?

উত্তরদাতা:কাগজেও লিখে আবার মুখেও বলে।

প্রশ্নর্কতা:কোনটা বেশী করে মানে কাগজে বেশী লিখে নাকি মুখে বেশী বলে?

উত্তরদাতা:যদি অনেকগুলা ঔষধ থাকে, তাহলে কাগজে লিখে। আর যদি একটা ঔষধের দরকার হয়, তাহলে মুখেই বলে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:তো ঐযে কাগজে যে লিখে দেয়, সে কি টাকা নেয়?

উত্তরদাতা:প্রেসক্রিপশন লিখতে টাকা নেয়না।

প্রশ্নর্কতা:টাকা নেয়?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা: টাকা নেয় না। তো আর একটা বিষয় হচ্ছে যে মানে তাদের যোগ্যতা কি আপা? পড়াশোনা কি ঐযে যারা ডাক্তারী করে, ঔষধ বিক্রি করে বা ডাক্তারী করতেছে

উত্তরদাতা:ঐটা সঠিক আমার জানা নেই।

প্রশ্নর্কতা:এমনে ধারনা কি, কি হতে পারে? কারন আমরা তো একটা জানি যে এমবিবিএস বা পাস করা ডাক্তার যেটা সরকারিভাবে পাস করে,একটা র্সাটিফিকেট থাকে। তো এইযে আপনাদের বাজারে যে সমস্ত ঔষধের দোকানে যারা ডাক্তারী করতেছে বা বিক্রি করতেছে, তারা

উত্তরদাতা:মনে হয় এসএসসি পাশ, হয়তো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, এটা হচ্ছে তার পড়াশোনা। আর ডাক্তারী লাইনে কোন পড়াশোনা বা কিছু কি আছে আপনার জানামতে?

উত্তরদাতা:আমার তো মনে হয় নাই। আর ঐসব নিয়ে তো

প্রশ্নর্কতা:মানে কোন আইডিয়া আছে মানে কি থাকতে পারে? এমনি শুনেন না, লোকজন কি বলে?

উত্তরদাতা:না। এরকম তো এতো নাই। আমাদের গ্রাম এলাকায় অতো কেউ জিজ্ঞেসও করেনা, অতো জানার কোন ইচ্ছাও কারো নাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনি কিভাবে আপা সিদ্ধান্ত নেন, ধরেন যখন কোন এরকম ঔষধের দোকানদার আপনাকে কোন প্রেসক্রিপশন বা ঔষধ কেনার জন্য বললো। তখন আপনি কিভাবে সিদ্ধান্তটা নেন? মানে ঔষধ কেনার যে পরার্মশ দেয়, সে অনুযায়ী আপনি সে ডিসিশানটা নেন। যে ঔষধটা কিনবো নাকি কিনবো না। এটা কিভাবে ডিসিশান নেন?

উত্তরদাতা:আমি ঔষধ লিখে যে কয়টা, আমি ঐ কয়টাই কিনে নিয়ে আসি।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কোন সময় একটু চিন্তা করেন যে মানে যে কয়টা লিখছে, আমি সব কয়ঠা কিনবো নাকি আমি কিছু বাদ দিবো নাকি আমি সত্যি এটা কিনবো কিনা। এই সিদ্ধান্তটা কিভাবে

উত্তরদাতা:না। আমি বাদ দিইনা। যে কয়টা লেখা হয়, আমি নিয়ে আসি।

প্রশ্নর্কতা:তো মানে ধরেন টাকাপয়সার কোন সমস্যা হয়, যেটা লিখলো দেখা গেল যে অনেক দাম, বা আপনার পক্ষে একসাথে কেনা সম্ভব না।

উত্তরদাতা:না। ঐ ধরনের কোন সমস্যা হয়নি। কারন আমার শ্বশুর দোকান করে। উনি দেয়।

প্রশ্নর্কতা:উনি দেয়?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:মানে ঔষধের টাকাটা কি উনি দেয় নাকি আপনার, বাচ্চার বাবা দেয়?

উত্তরদাতা:উনিই দেয়। আমার শ্বশুর দেয়।

প্রশ্নর্কতা: শ্বশুর দেয়? পরিবারের যাবতীয় মানে পরিবারের টাকাটা আসে আসলে কোন জায়গায়? শ্বশুরের কাছে পাঠায় নাকি আপনার কাছে পাঠায়?

উত্তরদাতা:এখনো পাঠায় নাই।

প্রশ্নর্কতা: এখনো পাঠায় নাই । আচ্ছা। আমরা দোয়া করি, তাড়াতাড়ি পাঠাক। কারন টাকাপয়সার তো আসলে বিকল্প নেই। টাকা পয়সা লাগবে। তাহলে যেটা হচ্ছে তাহলে যখন, আপনাকে একটা ব্যবস্থাপত্র দিল ধরেন ঐযে ডা:১১ ডাক্তার বা আর একজন কি ডাক্তার বললেন, ওসমান?

উত্তরদাতা:ডা:১৪।

প্রশ্নর্কতা: ডা:১৪। আচ্ছা, ডা:১৪ ডাক্তার। তো তাহলে আপনি যখন দেওয়ার পরে সিদ্ধান্তটা জানায়, আপনি যা যা দেয়, সবই কিনেন? মানে কোন সময় কি মনে হয় যে এতগুলো ঔষধ দিছে যে মানে সবগুলা কেন নিবো, আমি একটু বুঝে দেখি বা ইয়ে করে দেখি।

উত্তরদাতা:না। অতিরিক্ত লাগেনা। যেটা ইয়ে হয়, দুইটা তিনটার বেশী লিখেনা।

প্রশ্নর্কতা: দুইটা তিনটার বেশী লিখেনা। তো এখন যে বিষয়টা একটু জানতে চাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে যে মানুষের জন্য ঔষধ সর্ম্পকে ডিসিশান, সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক নিয়ে। তো মানে আপনি ঔষধের প্রয়োজন হলে বেশীরভাগ সময়ে কোথায় যান? একটা বললেন বাঁশতৈল বাজার, এখানে যান। এছাড়া আর কোথাও কি যান?

উত্তরদাতা:যাই। মির্জাপুর।

প্রশ্নর্কতা: মির্জাপুর যান? মানে বেশীরভাগ সময় কোন জায়গায় যান?

উত্তরদাতা:বাঁশতৈল।

প্রশ্নর্কতা:বাঁশতৈল। আর ধরেন মির্জাপুর কেমন যান?

উত্তরদাতা:মির্জাপুর যখন যাই, যখন দেডষ এখানের ডাক্তার করতে পারতেছেনা বা ঔষধ দিতে পারতেছেনা। যে অবস্থা খুব ইয়ে, তখন যাই।

প্রশ্নর্কতা:মানে এই সিদ্ধান্তটা কি আপনি নিজে নিজে নেন নাকি কিভাবে নেন?

উত্তরদাতা:আমার শ্বশুর।

প্রশ্নর্কতা:শ্বশুর।

উত্তরদাতা:হ্যা। যেমন যখন দূরে, মির্জাপুর নেওয়ার দরকার হয়, তখন আমার শ্বশুর করে। ঠিক করে।

প্রশ্নর্কতা: শ্বশুরের সাথে কে যায়?

উত্তরদাতা:আমার এইযে মামী শ্বাশুড়ি বললাম, উনি যায়।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু সিদ্ধান্তটা কি আপনি একা নেন নাকি হচ্ছে যে শ্বশুরের সাথে পরার্মশ করে নেন?

উত্তরদাতা: শ্বশুরের সাথে

প্রশ্নর্কতা: পরার্মশ করে নেন। যে মেইন সিদ্ধান্তটা, ধরেন আপনার বাচ্চার ক্ষেত্রে কি আপনাকেই নিতে হয় নাকি শ্বশুর বলে দেয়?

উত্তরদাতা:না। বেশীরভাগ আমিই প্রথমে বলি। তারপর আমার শ্বশুর টাকা দেয়।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে আপনি পরার্মশ করেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা: পরার্মশ করেন। তবে সিদ্ধান্তটা কে নেয়? আপনি নাকি শ্বশুর?

উত্তরদাতা:আমিই নিই।

প্রশ্নর্কতা:আপনি নেন বাচ্চার ক্ষেত্রে। আর শ্বশুর, শ্বাশুড়ি অসুস্থ হয়ে গেলে, ঐটা?

উত্তরদাতা:উনারাই করে।

প্রশ্নর্কতা:উনারাই করে। পরার্মশ করে আপনার সাথে?

উত্তরদাতা:না। এমনি ঐরকম কোন

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনার বাচ্চার বিষয়টা পরার্মশ আপনি করেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু উনাদের বিষয়ে যদি কোন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, ঐটা?২৫:০০

উত্তরদাতা:ঐটা দরকার হয়না। মনে করেন যে আমার শ্বাশুড়ি এমনে সুস্থ। মনে করেন সব জায়গায় যায়তে পারে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে এখানে হচ্ছে দুইটা দোকানে বললেন। আর ঐযে মির্জাপুরে যে যান, মানে সেখানে আপনি কোন জায়গায় যান? সরকারি হাসপাতালে যান নাকি অন্য কোন

উত্তরদাতা:হ্যা, সরকারি হাসপাতালেই কুমুদিনিতে যাই।

প্রশ্নর্কতা:আর কোথায় যান?

উত্তরদাতা:আর কুমুদিনিতেই আমি যাই। মির্জাপুর গেলে।

প্রশ্নর্কতা:কোনটাতে বেশী যান? কুমুদিনিতে নাকি সরকারিতে বেশী যান?

উত্তরদাতা:সরকারিতে।

প্রশ্নর্কতা:সরকারিতে। কেন যান?

উত্তরদাতা:ঐখানে চিকিৎসা ভালো বা ঐখানে গেলে সমস্যার সমাধান হয় তাড়াতাড়ি।

প্রশ্নর্কতা:সরকারিতে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর কুমুদিনিতে?

উত্তরদাতা:ঐখানে একটু কমই।

প্রশ্নর্কতা:কেন?

উত্তরদাতা:ঐখানে, মনে করেন অতো যাওয়া হয় নাতো। হঠাৎ যখন যাওয়া হয়, তখন কুমুদিনিতে যাই।

প্রশ্নর্কতা: কুমুদিনিতে নাকি সরকারিতে যান?

উত্তরদাতা: কুমুদিনি সরকারি হাসপাতালে।

প্রশ্নর্কতা: কুমুদিনি এটা তো, সরকারি? কুমুদিনি এটা? একটা হচ্ছে যে উপজেলা, আমরা গেছিলাম কয়দিন আগে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স একটা আছে।

উত্তরদাতা:ঐতো ঐটা।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আপনি কোনটাতে যান? কুমুদিনিতে যান নাকি

উত্তরদাতা:হ্যা, কুমুদিনিতেই।

প্রশ্নর্কতা: কুমুদিনিতে যান। তো ঐখানে ফি, টি, টাকাপয়সা কেমন আপা? খরচ কেমন?

উত্তরদাতা:খরচ ঐখানে আমার ছেলের ঐখানে মুসলমানি করাইছি তখন ঐখানে প্রায় তিনদিন যাওয়া আসা করছি। পাঁচ হাজার টাকার মতো খরচ লাগছে।

প্রশ্নর্কতা: পাঁচ হাজার, কুমুদিনিতে।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো ঐখানে গেছিলেন কেন? এটাতো

উত্তরদাতা:একটু সমস্যা ছিল। পরে এখানে বলছিল যে, এখানে মুসলমানি করা যাবেনা। পস্রাব করতে কষ্ট হইতো। পরে বলছিল যে ওরে বাইরে নিয়া, হাসপাতালে নিয়া মুসলমানি করায়তে হয়বো। তারপর ওর আব্বু বাড়ি থাকতেই ওরে মুসলমানি করায় দিছে।

প্রশ্নর্কতা:এটা কবেকার ঘটনা মানে কতদিন আগে?

উত্তরদাতা:এই মনে হয় এক বছর।

প্রশ্নর্কতা:একবছর আগে। আচ্ছা, তো এটা বড় ধরনের সমস্যা ছিল, ঐজন্য গেছিলেন।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর এমনে ধরেন এখানে যে কোন অসুখ হলো, ডাক্তার দেখালেন। ভালো হচ্ছেনা। তখন আপনারা, উনারা পাঠায় নাকি আপনারা সিদ্ধান্ত নেন যে আমরা যায়তে হবে। কুমুদিনিতে বা

উত্তরদাতা:আমরাই সিদ্ধান্ত নিই।

প্রশ্নর্কতা: সিদ্ধান্ত নেন। বাজারের যারা, ডাক্তার যারা আছে, ওরা কি বলে?

উত্তরদাতা:উনাদের কাছে গেলে যখন উনারা না পারে ঔষধ দিতে, উনাগো ইয়ে নেওয়া হয়, তখন উনারা বলে দেয় যে, আপনারা হাসপাতালে যান, বড় হাসপাতালে যান।

প্রশ্নর্কতা:তো ঐ হাসাপাতালের ক্ষেত্রে তো খরচ বেশী না? মানে বাজারের চেয়ে?

উত্তরদাতা:একটু বেশী।

প্রশ্নর্কতা: একটু বেশী। আর কোন সুবিধা আছে ঐখানে, কুমুদিনিতে?

উত্তরদাতা: সুবিধা আছে। এমনে ডাক্তার আছে, ভালো ডাক্তার আসে।

প্রশ্নর্কতা:আর কি সুবিধা?

উত্তরদাতা:আর এমনি থাকাও নিরাপদ। খাওয়া দাওয়া পরিষ্কার।

প্রশ্নর্কতা:তারপর হচ্ছে যে ঐখানে যারা ডাক্তার আছে, ওদের যোগ্যতা কেমন মানে পড়াশোনা কেমন?

উত্তরদাতা:ঐখানকার ডাক্তার তো ভালো। অনেক বড় বড় ডাক্তার আসে। এমবিবি এস তারপর অনেক বড় বড় ডাক্তার তো ঐখানে আসে।

প্রশ্নর্কতা:ঐখানে আসে। আর কোন সমস্যা হয় ঐখানে? মানে কুমুদিনিতে

উত্তরদাতা:না। কোন সমস্যা নাই।

প্রশ্নর্কতা:এইযে একটা টাকা পয়সা যে বেশী বলতেছেন, এটা কোন সমস্যা?

উত্তরদাতা:এটা মনে করেন গরিব মানুষের দিক দিয়ে তো একটু সমস্যাই।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনাদের পরিবারের সাইড থেকে কোন সমস্যা?

উত্তরদাতা:না। আমাদের কোন সমস্যা হয়না।

প্রশ্নর্কতা: সমস্যা হয়না। মানে আপনার ফ্যামিলি থেকে, এখান থেকে সর্বশেষ কে গেছিল যে কুমুদিনি, ঐ হাসপাতালে?

উত্তরদাতা:আমার শ্বাশুড়ি গেছিল।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। উনার কি সমস্যা ছিল?

উত্তরদাতা:উনার হাড়ের সমস্যা।

প্রশ্নর্কতা:ঐযে হাড়ের সমস্যা, এটা কবে গেছিল উনি?

উত্তরদাতা:ছয় সাত মাস আগে।

প্রশ্নর্কতা: ছয় সাত মাস আগে। এরমধ্যে আপনার বাচ্চা কি গেছিল দুই তিন মাসের মধ্যে কুমুদিনিতে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে উনি গেছিল সর্বশেষ? এছাড়া আর কি কেউ গেছিল শ্বাশুড়ি ছাড়া?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:কেউ যায়নি? তো ঐখানে সাধারনত কি ধরনের ঔষধ দেয় তারা সাধারনত ঐযে কুমুদিনিতে যান?

উত্তরদাতা:ঐখানে সব ধরনেরই ঔষধ দেয়।

প্রশ্নর্কতা:বেশী কোনটা দেয় মানে এমনি কিছু ঔষধ আছে সাধারন কিছু আছে, এন্টিবায়োটিক, আমরা যতটুক এমনি দেখি সচরাচর, তো কি ধরনের ঔষধ এগুলা? নরমাল ঔষধ নাকি এন্টিবায়োটিক, কি ছিল ঐগুলো?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক, নরমাল দুটাই।

প্রশ্নর্কতা:কোনটা বেশী দেয়?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক মনে হয় বেশী দেয়।

প্রশ্নর্কতা:বেশী দেয়?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:যেমন, শ্বাশুড়ি যখন গেছিল, আপনি কি খেয়াল করতে পারেন, মানে উনাকে কয়টা ঔষধ দিছিল , তার মধ্যে কয়টা এন্টিবায়োটিক ছিল?

উত্তরদাতা:ঐখানে আমি ঔষধগুলো দেখি নাই খেয়াল কইরা।

প্রশ্নর্কতা:এমনি উনাদের সাথে কথা হয় নি, ইয়ে করেন নি?

উত্তরদাতা:আমার শ্বাশুড়ি অতো ঐ সম্বন্ধে জানেনা, বুঝেনা।

প্রশ্নর্কতা:আপনি এমনে দেখেন নি যে উনি যে ঔষধ কিনে আনছে বা খায়?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, এখন যে বিষয়টা জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহার সর্ম্পকে। আপনি কি আমাদের একটু বলবেন যে এন্টিবায়োটিকটা কি আসলে? আমরা যে বারবার বলি এন্টিবায়োটিক, এন্টিবায়োটিক। আসলে এন্টিবায়োটিক জিনিসটা কি?

উত্তরদাতা:ঐটা খায়লে মনে করেন শরীরে কোন সমস্যা হয়না বা কোন, যে অসুখের জন্য খাওয়া হয়, ঐ অসুখটা তাড়াতাড়ি সাইরা যায়। শরীরও এমনি সুস্থ হয়ে যায়। ভালো থাকে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এন্টিবায়োটিকটা খেলে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু এন্টিবায়োটিক জিনিসটা অঅসলে কি? আমরা যে বলি এটাতো একটা শব্দ, না? এটা দিয়ে বুঝায় যে ধরেন একটা ঔষধ, যে ঔষধটা অন্যান্য ঔষধের চেয়ে আমরা যদি বলি যে ধরেন একটা নাপা বা একটা এমনে জ্বরের ঔষধ, আর একটা জ্বরের এন্টিবায়োটিক, তাহলে দুইটার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে না? ৩০:০০

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এটা বললেন যে খেলে ভালো হয়ে যায়, সুস্থ হয়ে যায়। আসলে জিনিসটা কি? এন্টিবায়োটিক জিনিসটা কি এটা যদি আমরা একটু জানার চেষ্টা করি। বা বুঝায়ে বলেন। আমাকে একটু খুলে বলেন। আপনি যেটা বুঝেন।

উত্তরদাতা: মনে করেন ঐটা জ্বর হলে যদি আমরা খাই, জ্বরের জন্যই খাওয়া হয়, বা ঐটা একটা টেবলেট আবার সিরাপের মধ্যেও আছে। ঐ ভিটামিন বা সবকিছু মিলায়ে একটা ঔষধ তৈরী করা হয়, মনে করেন ঐ ঔষধটা খেলে শরীর সুস্থ হয়ে যায়, ভালো হয়, ভালো লাগে। তারজন্য এন্টিবায়োটিক খাওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা:ধরেন অনেকে এটাকে বলে পাওয়ারের ঔষধ ধরেন যে এটার পাওয়ারটা একটু বেশী। ওরা মনে করে যে অন্যান্য ঔষধেও চেয়ে, সাধারন ঔষধের চেয়ে এটার পাওয়ারটা বেশী। পাওয়ারের ঔষধ। তাহলে এইযে, এন্টিবায়োটিক, আসলে এন্টিবায়োটিক জিনিসটা কি?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক মনে করেন অতো সব আমাদের জানা নেই।

প্রশ্নর্কতা:তারপরও আপনি বুঝেন, বুঝবেন। কেন, এটা আমরা সচরাচর কিছু না কিছু তো একটা আইডিয়া আছে। ঠিক না? আপনি কি মনে করেন এটা একটু বলেন। জাষ্ট আসলে যে

উত্তরদাতা:আমি তো মনে করি ঐটা ভালোই, শরীরের জন্য।

প্রশ্নর্কতা:মানে জিনিসটা কি, কিসের বিরুদ্ধে কাজ করে বা কি করে বা এন্টিবায়োটিক এটা কি দিয়ে তৈরী হয়?

উত্তরদাতা:এমনিতো সবকিছুই মনে করেন যে কোন অসুখের জন্য এটা খাওয়া চলে। মনে করেন জ্বর,মাথাব্যথা, তারপর এমনে শরীর ব্যথা হলে। ঐ ধরনের কোন অসুখ হলে ঐটা খাওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা:কেন এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়, এটা তো বললেন। যে জ্বর বা শরীর ব্যথা, জ্বর বা যেকোন ইয়ের জন্য, আর কোন কারনে কি ব্যবহার করা হয় এন্টিবায়োটিকটা?

উত্তরদাতা:করা হয় তো অনেক অসুখে। কিন্তু আমাদের ঐটার দরকার হয়না।

প্রশ্নর্কতা:এমনে একটু বলেন। আর কি কি কারনে ব্যবহার করা হয়?

উত্তরদাতা:আর মনে করেন

প্রশ্নর্কতা:আর? যেমন আপনার বাচ্চা কি নরমাল হয়ছে নাকি সিজার?

উত্তরদাতা:নরমাল।

প্রশ্নর্কতা:নরমাল হয়ছে। তো আপনার হওয়ার পরে কি কোন ঔষধ খায়তে হয়ছে?

উত্তরদাতা:হ্যা, খেয়েছি।

প্রশ্নর্কতা:ঐখানে কোন এন্টিবায়োটিক ছিল?

উত্তরদাতা:আছিল।

প্রশ্নর্কতা:ছিল। তো এন্টিবায়োটিক খাওয়াতে আপনার কি উপকার হয়ছে আমরা যদি একটু চিন্তা করেন এভাবে

উত্তরদাতা:আমার শরীরে অনেক ব্যথা ছিল। বা শরীর জ্বালাপোড়া করতো। পরে ঐটা যখন ঔষধ দিছে, পরে খাইছি পরে আমি এমনে সুস্থ, ভালো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে ধরেন এন্টিবায়োটিক এভাবে ব্যবহার হয়, একটা হচ্ছে যেকোন একটা বড় ধরনের সিজার বা নরমাল ডেলিভারি হয়ছে। সেখানে আপনাকে এন্টিবায়োটিক দিছে। ঠিক না? মানে এটা আপনাকে ভালো করছে। এছাড়া আর কোন কোন কাজে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার হয় আপা?

উত্তরদাতা:আর যে হাড়ের ঐ অসুখেও তো এন্টিবায়োটিক ব্যবহার হয়।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। হাড়ের অসুখের জন্য হতে পারে। আর?

উত্তরদাতা:আর সর্দি কাশি হলেও দেয়?

প্রশ্নর্কতা: সর্দি কাশি হলেও হতে পারে। আর?

উত্তরদাতা:আর এমনি শরীরে অন্য কোন সমস্যা হলে, সব ক্ষেত্রে তো এন্টিবায়োটিক

প্রশ্নর্কতা:অন্য কয়েকটা যদি ধরন বলেন, কি ধরনের অন্য বলতে?

উত্তরদাতা:যেমন মাথাব্যথা হলে, জ্বর হলে

প্রশ্নর্কতা: মাথাব্যথা হলে, জ্বর হলে

উত্তরদাতা:তারপর এমনে শরীরে যদি কোন রকমের ব্যথা হয়, সেজন্য বা এমনি শরীরে এমনি অনেক বা এক্সিডেন্ট হলে শরীরে যে অনেক বড় কোন আঘাত লাগে, সেজন্য বা অরো অনেক কারনে দেওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এই এন্টিবায়োটিক আপনি খেলেন, এটা শরীরে কিভাবে কাজ করে,আপনার কি মনে হয়? একটা এন্টিবায়োটিক ঔষধ খাওয়ার পরে ঐটা শরীরে কিভাবে কাজ করে?

উত্তরদাতা:ঐটা শরীরে অনেক ভালো মনে করেন এটা খাওয়ার পরে শরীরের যে সমস্যাটার কারনে খাওয়া হয়, ঐ সমস্যাটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে।

প্রশ্নর্কতা:ঐটা শরীরের ভিতরে গিয়ে আসলে কি করে তখন?

উত্তরদাতা:তখন ঐ অসুখটা কমায়ে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: কমায়ে দেয়।

উত্তরদাতা:তখন একটু সুস্থ লাগে।

প্রশ্নর্কতা:মানে ধরেন একটা ঔষধ খায়লেন। আপনার একটা রোগ হলো ধরেন সর্দি কাশি। তো সর্দি কাশিটা কিভাবে হয়?

উত্তরদাতা:হঠাৎ করে গরম থেকে লাগে।

প্রশ্নর্কতা:গরম থেকে লাগলো। আর আমরা এমনে একটা কথা শুনি সাধারনত ধরেন এই যে একটা উদাহরন যদি দিই। জীবানু, যে শরীরে জীবানু ঢুকলো। জীবানু ঢুকে ধরেন পেটের অসুখ হলো। হওয়ার পরে ভালো হচ্ছেনা। ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার ধরেন এন্টিবায়োটিক দিল। তাহলে এইযে এন্টিবায়োটিকটা খায়লেন। খাওয়ার পরে শরীরের রক্তের মধ্যে ঢুকে এন্টিবায়োটিকটা ঢুকে এটা কি কাজ করতেছে? কার বিরুদ্ধে কাজ করতেছে?

উত্তরদাতা:ঐটা জীবানুর

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। জীবানুর বিরুদ্ধে কাজ করতেছে। এটা একটা নতুন জিনিস। তাহলে জীবানুটাকে কি করে এন্টিবায়োটিকটা ঢুকার পরে?

উত্তরদাতা:ঐ জীবানু ধ্বংস করে।

প্রশ্নর্কতা: ধ্বংস করে। তো ধ্বংস করার মাধ্যমে কিভাবে উপকৃত হয় মানুষ তাহলে, তখন কি হয়?

উত্তরদাতা:তখন মানুষ সুস্থ হয়।

প্রশ্নর্কতা:সুস্থ হয়ে যায়। তাহলে এটা একটা বললেন যে মানে এন্টিবায়োটিক ধরেন জীবানু মেরে ফেলে। একটা বললেন যে ব্যথা, সর্দি কাশি বা হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের ইয়ে হয়। এছাড়া আর কিছু করে, কাজ করে, কোন কিছুর বিরুদ্ধে এন্টিবায়োটিক? সুস্থ করার জন্য মানুষকে? আর কি করে আপা? রুমি আপা?৩৫:০০

উত্তরদাতা:এছাড়া শরীরে অনেক যেকোন ধরনের অসুখ বিসুখ হলে এন্টিবায়োটিক খাওয়া হয়। যেমন শরীরে ব্যথা হয় বা শরীর জ্বালাপোড়া করলেও খাওয়া হয় অনেক সময়। বা ঠান্ডা কাশি এসবেও খাওয়া হয়। ঐসব খায়লে পরে, এন্টিবায়োটিক খায়লে ঐসব অসুখে শরীর ভালো হয়, সুস্থ থাকে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এইযে এন্টিবায়োটিকগুলা, এগুলা আপনারা কোথা থেকে আনেন? মানে এন্টিবায়োটিক যদি প্রয়োজন হয়

উত্তরদাতা:বাঁশতৈল।

প্রশ্নর্কতা: বাঁশতৈল থেকে আনেন। মানে কেন সেখান থেকে আনেন?

উত্তরদাতা:বেশীরভাগ ঔষধ ঐখান থেকেই আনি।

প্রশ্নর্কতা:মানে কেন সেই বাঁশতৈল থেকে আনেন?

উত্তরদাতা:ঐখান থেকে ঔষধ, ঐখানে ঔষধ ভালো বা ঐখানের ঔষধ আনলে ঐখানের ঔষধ অনেক ভালো কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা:মানে অন্যান্য বাজার থেকে কি বাঁশতৈল ঔষধ ভালো? মানে সেজন্য নাকি অন্য কোন কারনে?

উত্তরদাতা:না। এটা আমাদের হাতের কাছেই বা বাড়ির পাশেই। তার জন্য। ----৩৫:৪৫-- যাওয়া কষ্ট হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে কে যায় এটা আনার জন্য ধরেন বাচ্চার জন্য যদি প্রয়োজন হয়?

উত্তরদাতা:আমিই যাই।

প্রশ্নর্কতা:আপনিই যান? আচ্ছা। তো এখন একটা বিষয় জানার জন্য, এন্টিবায়োটিক যখন কেনার জন্য যান, তখন এইযে বাঁশতৈল বাজার, ওরা কি প্রেসক্রিপশন চায়, যে আপনার কোন ব্যবস্থাপত্র বা ডাক্তার এন্টিবায়োটিক লিখছে, এটা চায় ওরা?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে কিভাবে মানে ঔষধটা কিনেন আপা?

উত্তরদাতা:ঐটা অসুখ দেইখা বা প্রেশার মাইপা তারপর ঔষধ দেয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে তারাই দিয়ে দেয়?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তারা রোগী দেখে তারাই দিয়ে দেয় সরাসরি।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর ধরেন কখন এন্টিবায়োটিক কিনতে গিয়ে আপনি তাদেরকে প্রেসক্রিপশন দিতে পারেন? প্রেসক্রিপশনটা আসলে কারা দেয়? কোন ধরনের ডাক্তার দেয়?

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশন দেয় যখন মির্জাপুর যাওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা:ঐটা কি মানে এরকম যারা ঔষধ বিক্রি করে ঐ দোকানের ওরা দেয় নাকি পাস করা কোন ডাক্তার দেয়?

উত্তরদাতা:পাস করা ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা: পাস করা ডাক্তার। এটা কোন জায়গা থেকে দেয় বললেন আপা?

উত্তরদাতা:মির্জাপুর।

প্রশ্নর্কতা:মির্জাপুর। কোন হাসপাতাল এটা?

উত্তরদাতা:কুমুদিনি।

প্রশ্নর্কতা:কুমুদিনি? এমনে সরকারি যে আরো কিছু হাসপাতাল আছে, অন্য কোন হাসপাতালে যান?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:অন্য কোথাও যান না? কুমুদিনিতে কেন যান? কেন মনে হয় যে অন্যান্য হাসপাতালের চেয়ে এই হাসপাতালটা একটু ভালো। কেন মনে হয়?

উত্তরদাতা:ঐখানে চিকিৎসা অনেক ভালো হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। চিকিৎসাটা ভালো হয়। মানে আপনি যেকোন ঔষধের জন্য কোন নির্দিষ্ট ধরনের এন্টিবায়োটিক কে প্রাধান্য দেন যে মনে করেন যে এই এন্টিবায়োটিকটা ভালো। এটা খেলে আমি এই অসুখের জন্য ভালো হয়ে যাবো?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কোনটা?

উত্তরদাতা:যেমন, জ্বর হলে।

প্রশ্নর্কতা:জ্বর হলে কোনটা?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:কোন এন্টিবায়োটিকটা খেতে পছন্দ করেন? মনে করেন যে এটা খেলে ভালো হবো?

উত্তরদাতা:নাপা।

প্রশ্নর্কতা:নাপা আর?

উত্তরদাতা:ঐটায় বেশী খাওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা:নাপা কি এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা:প্যারাসিটেমল।

প্রশ্নর্কতা: প্যারাসিটেমল, এটা কি এন্টিবায়োটিক? কি মনে হয়?

উত্তরদাতা:তাইতো মনে হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, এন্টিবায়োটিক মনে হয়। তাহলে এইযে কিছুক্ষন আগে আমাকে সকালে প্রথম দিকে বলতেছিলেন যে আপনার শ্বাশুড়ি নাকি অসুস্থ ছিল। ঐযে আপনার বাচ্চা, তাকে হচ্ছে দুইটা তিনটা ঔষধ দিছিল, একটা হচ্ছে এন্টিবায়োটিক দিছিল। একটা নাম বলছিলেন। কি জানি আপা ঐটা?

উত্তরদাতা:ডেক্সলোর।

প্রশ্নর্কতা:ডেক্সলোর। তো এরকম নাম বা প্যারাসিটেমল এগুলা কি আসলে এন্টিবায়োটিক? কি মনে হয় আপনার?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিকই তো মনে হয়।

প্রশ্নর্কতা:মনে হয়। তো আপনি যেকোন মানে বিশেষ করে জ্বর হলে এই ঔষধগুলো খাওয়ার জন্য আপনি প্রাধান্য দেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা: প্যারাসিটেমল। আর যদি কোন আরো পাওয়ারের ঔষধ বলি, তাহলে এরকম কোন পছন্দের ঔষধ আছে, যে এগুলা মানে খেলে ভালো হবে বা আমি মনে করি এগুলা কিনে খেলে ভালো হবে?

উত্তরদাতা:না। ঐ ধরনের কোন ঔষধ খাওয়া হয়না।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি কি মনে করতে পারেন যে শেষবার কবে মানে পরিবারের কাকে এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছিল আপনাদের পরিবারে, বাচ্চা বা শ্বশুর শ্বাশুড়ি বা আপনি?

উত্তরদাতা:আমার ছেলেরে দেওয়া হয়ছিল।

প্রশ্নর্কতা:এটা কবে, কতদিন আগে?

উত্তরদাতা:মনে হয় দুইমাস আগে।

প্রশ্নর্কতা: দুইমাস আগে। ওর কি সমস্যা ছিল?

উত্তরদাতা:ঐ গোটার জন্যই।

প্রশ্নর্কতা:গোটার জন্য? কি কি ছিল আপা সেগুলা? একটা বললেন ডেক্সলোর। আর?

উত্তরদাতা:আরো দুইটা তো মনে নেই।

প্রশ্নর্কতা:ঘরে কি পাতা বা প্যাকেট ট্যাকেট এই জাতীয় কিছু আছে?

উত্তরদাতা:প্রেসক্রিপশন আছে।

প্রশ্নর্কতা:প্রেসক্রিপশন আছে। কতগুলা ছিল, এরকম ঔষধ কতগুলা দিছিল?

উত্তরদাতা:একটা দিছিল।

প্রশ্নর্কতা:না। মানে তিনটা ঔষধ বলছিলেন না আমাকে,

উত্তরদাতা:হ্যা, তিনটা।

প্রশ্নর্কতা:মানে সকালে প্রথম দিকে। তাহলে তিনটার মধ্যে কয়টা এন্টিবায়োটিক ছিল?

উত্তরদাতা:দুইটা মনে হয়।

প্রশ্নর্কতা:দুইটা। তো ঐগুলা কয়দিনের জন্য দিছিল, আপা?

উত্তরদাতা:এক মাস।

প্রশ্নর্কতা:পনের দিন বলছিলেন তখন।

উত্তরদাতা:পনের দিনের জন্য দিছিল। একমাস খাওয়াতে বলছিল।

প্রশ্নর্কতা:মানে পনের দিন দিছিল। পরে একমাস খাওয়াতে বলছিল। মানে ডাক্তার কি প্রথমেই বলে দিছে যে পনের দিন খাওয়াবেন নাকি একমাস খাওয়াবেন? কি বলছিল?

উত্তরদাতা:একমাস খাওয়ানোর জন্য।

প্রশ্নর্কতা: একমাস খাওয়ানোর জন্য। তো আপনি বলতেছিলেন যে পনের দিন আসলে কি পনের দিন খাওয়ায়ছিলেন নাকি একমাস খাওয়ায়ছিলেন?

উত্তরদাতা:পনের দিন।

প্রশ্নর্কতা: পনের দিন। আর বাকী পনের দিন দিন খাওয়ান নাই?

উত্তরদাতা:না। তারপরে আর খাওয়ানো হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা:কেন খাওয়ান নাই?

উত্তরদাতা:তখন আর যাওয়া হয় নাই ঐখানে। যাওয়ার জন্য পরে আর আনি নাই।

প্রশ্নর্কতা:মানে কেন মনে করলেন যে আর খাওয়ানোর দরকার নাই?

উত্তরদাতা:সাইরা গেছিল গা।৪০:০০

প্রশ্নর্কতা:সাইরা গেছিল। তো মানে ডাক্তার আবার পনের দিনের ঔষধ দিয়ে বলছিল যে আবার পনের দিন পরে আসেন নাকি

উত্তরদাতা:বলছিল যে ঔষধ নিয়া প্রেসক্রিপশন দেখায়য়া ঔষধ নিয়া যেকোন ডাক্তারের কাছ থেকে নিতে পারেন।

প্রশ্নর্কতা:তো প্রথমবার যখন দিছিল, তখন কি পনের দিনের জন্য দিছিল নাকি এক মাসের জন্য দিছিল?

উত্তরদাতা:পনের দিন।

প্রশ্নর্কতা:পনের দিন। আবার শেষ হওয়ার পরে তখন কি বলছিল যে আবার আমার কাছে আসবেন নাকি অন্য ডাক্তার দেখান?

উত্তরদাতা:দেখানোর কথা বলে নাই। সে বলছিল যে প্রেসক্রিপশন দেখায়য়া ঔষধ নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

প্রশ্নর্কতা:এই পনের দিন খেলেই ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে বলতেছিলেন যে এক মাসের জন্য ঔষধ দিছিল বা একমাস খায়তে বলছিল। তাহলে কি আমরা পনের দিন ধরবো নাকি এক মাস?

উত্তরদাতা:পনের দিন ধরেন।

প্রশ্নর্কতা:পনের দিনের জন্য। ডাক্তার কি পনের দিন দিছিল নাকি এক মাসের জন্য?

উত্তরদাতা:পনের দিন।

প্রশ্নর্কতা:পনের দিনের জন্য দিছিল। সেই ঔষধগুলো কোন জায়গা থেকে কিনছিলেন?

উত্তরদাতা:ঐখানে একটা ফার্মেসি আছিল।

প্রশ্নর্কতা:কোন জায়গায়?

উত্তরদাতা:ঢাকা।

প্রশ্নর্কতা:ঢাকাতে। ঢাকার কোন জায়গায় এটা?

উত্তরদাতা:এটা ঢাকা মগবাজারের কাছে।

প্রশ্নর্কতা: মগবাজারের কাছে। মানে ডাক্তার কি কোন হাসপাতালের ডাক্তার নাকি প্রাইভেট চেম্বার করে বা রোগী দেখে এরকম?

উত্তরদাতা: প্রাইভেট চেম্বার।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। সেটা কি ধরনের ডাক্তার ছিল মানে

উত্তরদাতা:চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ।

প্রশ্নর্কতা: চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। মানে উনি কি প্রেসক্রিপশন দিছিল?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কত টাকা লাগছিল তার ভিজিট?

উত্তরদাতা:তিনশো টাকা।

প্রশ্নর্কতা:তিনশো টাকা? যে ঔষধগুলো দিছিল, সেগুলো কেমন ছিল? খুব দামী ঔষধ নাকি মিডিয়াম, মাঝারী? কি ধরনের ঔষধ ছিল?

উত্তরদাতা:না। দামী না। এমনে মিডিয়াম।

প্রশ্নর্কতা:মিডিয়াম। ঐযে ডেক্সলোর বা আর একটা এন্টিবায়োটিক বলতেছিলেন, ঐগুলো কত টাকা করে

উত্তরদাতা:এগুলা মনে একটা ছিল একশো টাকা আর একটা ছিল ষাট টাকা।

প্রশ্নর্কতা:মানে কয়টা? একশো টাকায় কয়টা?

উত্তরদাতা:একশো টাকায় একটা বোতল, ছোট।

প্রশ্নর্কতা:বোতল। আর একটা?

উত্তরদাতা:আর একটা নিছিল ষাট টাকা।

প্রশ্নর্কতা:ষাট টাকা। আর একটা? তিনটা যে বলছিলেন, আর একটা?

উত্তরদাতা:একটা নব্বই টাকা।

প্রশ্নর্কতা:নব্বই টাকা। মানে তিনি, আপনাকে যে ঔষধগুলো দিছিল, ঐগুলা পেয়ে কি আপনি খুশি যে বাচ্চা ভালো হয়ে গেছে এজন্য

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:সে কি সবগুলো ঔষধ খেয়েছিল আপনার বাচ্চা?

উত্তরদাতা:খায়ছিল।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোর্স কমপ্লিট করছিল নাকি করে নাই?

উত্তরদাতা:করছিল।

প্রশ্নর্কতা:করছিল। তো মানে সুস্থ হয়ছে পরবর্তীতে, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:মানে কিভাবে আর কোন কি ব্যবস্থা নিছিলেন ঐ ডাক্তার দেখানোর পর? মানে কিভাবে সে সুস্থ হয়ছিল, একটু যদি খুলে বলেন, আপা।

উত্তরদাতা:ঐ ঔষধগুলো খাওয়ানোর পরেই আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা:নেওয়া হয় নাই মানে খাওয়ার সাথে সাথেই সে পনের দিনের মধ্যে ভালো হয়ে গেছে নাকি আরো একটু সময় লাগছে তার?

উত্তরদাতা:না। পনের দিনে গোটাগুলো সেরে গেছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোন সমস্যা ছিলনা?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনার পরিবারের যখন ধরেন কেউ এন্টিবায়োটিক খায়, তো এন্টিবায়োটিক খায়তে খায়তে দেখা যায় যে, কিছুটা খাওয়ার পরে সুস্থ হয়ে গেল কেউ। তখন কি সে পুরা কোর্স কমপ্লিট করে নাকি যতটুক আছে অতটুক আর খায়না, রেখে দেয়? যেমন আপনার শ্বশুর শ্বাশুড়ি বা আপনি বা আপনার বাচ্চার ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা:করে। পুরাটাই শেষ করে।

প্রশ্নর্কতা:শেষ করে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর বর্তমানে কি আপনার ঘরে কোন ঔষধ বা এন্টিবায়োটিক জমা আছে, আগে খায়ছিল, কিছু রেখে দিছি, এরকম আছে কিছু?

উত্তরদাতা:আছে।

প্রশ্নর্কতা:আছে, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি আগের নাকি এখন বর্তমানে খাচ্ছে? কি ধরনের?

উত্তরদাতা:আগের।

প্রশ্নর্কতা:আগের, না? কে খায়ছিল এই ঔষধ?

উত্তরদাতা:আমার ছেলে।

প্রশ্নর্কতা:ছেলে? এটা কবেকার ঘটনা? কোন ঔষধ

উত্তরদাতা:ঐ ডেক্সলোর।

প্রশ্নর্কতা: ঐ ডেক্সলোর। তার মানে ওকে কয়দিনের ঔষধ দিছিল , পনের দিন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনি পনের দিন খাওয়া হলে তাহলে কিভাবে আছে আপা ঔষধ?

উত্তরদাতা:তারপরে মনে করেন এক বছর একটা ঔষধ আনা হয়ছিল। তারপর সাইরা গেছিল। তারপর কিছু দিন আগে আবার গোটা উঠছিল শরীরে। তারপর প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে এই বাজার থেকে একটা আনা হয়ছিল।

প্রশ্নর্কতা:একটা আনছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এনে ঐটা কয়দিন খাওয়ায়ছিলেন?

উত্তরদাতা:ঐটা মনে হয় এক সপ্তাহ খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা:আপনি খাওয়ায়ছিলেন? ঐটা মানে আপনি কি নিজে চিন্তা করে আনছেন যেহেতু আগে দিছে ডাক্তার ঐভাবে খাওয়াই, নাকি?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কারো সাথে পরার্মশ করছেন কোন ডাক্তারের সাথে?

উত্তরদাতা:না। এমনে ডাক্তারের সাথে পরার্মশ করা হয়নি।

প্রশ্নর্কতা:হয়নি? নিজে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এক সপ্তাহ খাওয়াইছিলেন? খাওয়ানোর পরে ঐ গোটা কি ভালো হয়ে গেছে তার?

উত্তরদাতা:হ্যা, এখন ভালো। সুস্থ।

প্রশ্নর্কতা:ভালো, সুস্থ। ঐটা কয়দিনের ঔষধ দিছিল মানে কয়দিনের ঔষধ কিনছিলেন?

উত্তরদাতা:এটা এক সপ্তাহ খাওয়াতে বলছিল।

প্রশ্নর্কতা:এক সপ্তাহ খাওয়াতে বলছিল। কে বলছিল এটা?

উত্তরদাতা:ঐ ডাক্তার। ডা:১৪।

প্রশ্নর্কতা: ডা:১৪ ডাক্তার। এখানকার ডাক্তার। বাঁশতৈলে। কিন্তু প্রেসক্রিপশন ছিল ঐ ডাক্তারের। যিনি ঐডে ঢাকা যেটা দিছিল?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো যে ঔষধগুলো আছে আপা, আমরা আলোচনার এক ফাঁকে সেটা একটু দেখবো। যে এটা কোন ব্র্যান্ডে ঔষধ, ঔষধের নাম কি, পরিমান, কি কি আছে এগুলা একটু দেখবো। তো এখন এটা জানতে চাচ্ছি যে এন্টিবায়োটিকের গায়ে একটা মেয়াদোর্ত্তীনের তারিখ থাকে। এক্সপায়ার ডেট বলি আমরা। এটা কি আপনি বুঝেন, আপা? এটা যদি আমাকে খুলে বলেন।৪৫:০০

উত্তরদাতা:মানে ঐ ডেট ঐটা দেইখা, ঐ ঔষধ, ঐটা যতদিন থাকে, আমরা ততদিন ঐ ঔষধটা ব্যবহার করি। ঐ ডেট চলে গেলে তখন আমরা ঐটা ব্যবহার করিনা।

প্রশ্নর্কতা:ঐটা কোথায় লেখা থাকে ডেট টা?

উত্তরদাতা:ঐটা ঔষধের বোতলের নীচে লেখা থাকে?

প্রশ্নর্কতা:নীচে লেখা থাকে। তো কেনার সময় ঐটা কি আপনি দেখে নেন?

উত্তরদাতা:হ্যা. দেখেই নিই।

প্রশ্নর্কতা:মানে প্রতিবার যখন কিনেন, প্রতিবারই কি দেখেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি মনে করেন যে এন্টিবায়োটিক মানুষের ক্ষতি করতে পারে?

উত্তরদাতা:অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতি করতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:কিভাবে পারে একটু খুলে বলেন।

উত্তরদাতা:যেমন, আমাদের যখন অসুখ হয় বা ঐ এন্টিবায়োটিক, ঐ ঔষধের দরকার নেই। তারপরও যদি আমরা না বুঝে ঐটা খাই, তখন ঐটা আমাদের শরীরে যেয়ে ক্ষতি করবে।

প্রশ্নর্কতা:কিরকম ক্ষতি করতে পারে,কয়েকটা উদাহরন যদি একটু দেন?

উত্তরদাতা:হঠাৎ করেই বমির ভাব হতে পারে, বা শরীর চুলকাতে পারে। বা অন্য কোন সমস্যা হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:আর কি সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা:আর শরীরে চুলকায় বা বমি বা শরীর ব্যথাও হতে পারে। হাত পা ঝিমঝিম করতে পারে?

প্রশ্নর্কতা:আর?

উত্তরদাতা:বা শরীরে অনেক সময় গোটাও দেখা দিতে পারে? বা এই ধরনের কোন সমস্যা হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এছাড়া আর মারাত্মক কোন সমস্যা হতে পারে? ভয়ংকর বা খুব মারাত্মক বা প্রকট আকারে এমন কোন সমস্যা হলো যেটা আসলে মানুষ আশা করেনা, মানুষ কখনোই চায়না। কারন এটা তো একটা ঔষধ, এন্টিবায়োটিক। এটা আর কি ক্ষতি করতে পারে? যেগুলা বললেন, এগুলা ছাড়া আর কোন পয়েন্ট মনে হয় আপনার?

উত্তরদাতা:বা ঐ ধরনের কোন কিছু জানা নেই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এখন যেটা জানতে চাচ্ছিলাম, আপনি যে গরু পালেন, বা মুরগি। বিশেষ করে গরু এবং সাথে যেহেতু মুরগি পালেন, মুরগি বিষয়ে একটু, মানে আপনার এইযে গরু এবং মুরগি এগুলা কি বর্তমানে সুস্থ আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা, সুস্থই।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে এগুলা কি মানে কোন প্রানী অসুস্থ হয়?

উত্তরদাতা:হ্যা, হয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে কবে হয়ছিল সর্বশেষ অসুখ?

উত্তরদাতা:মুরগি, কিছুদিন, পনের বিশ দিন আগে হয়ছিল। শরীরে গুটি উঠছিল।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কিরকম গুটিগুলা?

উত্তরদাতা:এমনি গোটার মতো বড় বড়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, তারপরে কয়টা, আপনার মুরগি হচ্ছে কয়টা বলছিলেন?

উত্তরদাতা:সাতটা।

প্রশ্নর্কতা:সাতটার মধ্যে কয়টার এই সমস্যা হয়ছিল?

উত্তরদাতা:পাঁচটার।

প্রশ্নর্কতা:পাঁচটার। তো কি হয়ছিল?

উত্তরদাতা:শরীরে গুটি উঠছিল।

প্রশ্নর্কতা:হওয়ার পরে আপনি কিছু করছেন, কিছু খাওয়ায়ছেন বা ঔষধ টৌষধ?

উত্তরদাতা:হ্যা, ঔষধ খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা:কি খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতা:এইযে ডাক্তারের কাছ থেকে ঔষধ এনে যে লাল সাদা টেবলেট দেয়, এগুলা খোলা থাকে, ঐগুলা এনে খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কি নাম ঐ ঔষধটার?

উত্তরদাতা:ঐটা নাম মনে নাই আমার।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি ধরনের ঔষধ? এন্টিবায়োটিক নাকি এমনে নরমাল ঔষধ বা

উত্তরদাতা:এমনে নরমাল।

প্রশ্নর্কতা:এটা কয়দিন খাওয়াতে বলছিল?

উত্তরদাতা:এটা দুইদিন খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা:কোন জায়গা থেকে আনছিলেন, কোন ডাক্তার এটা?

উত্তরদাতা:এটা আয়্যুবের দোকান থেকে।

প্রশ্নর্কতা: আয়্যুবের দোকান থেকে। উনি তো আসলে মানুষের ডাক্তারি করে। উনি কি

উত্তরদাতা:মুরগির ঔষধ দেয়। রাখে অনেক সময়।

প্রশ্নর্কতা: মুরগিরও ঔষধ দেয়?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো উনি ঐ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা বা এক্সপেরিয়েন্স আছে তার?

উত্তরদাতা:আছে।

প্রশ্নর্কতা:কিভাবে হলো বা সেটা, কোন জায়গায় পড়ালেখা করছে বা কি

উত্তরদাতা:পড়াশোনা ঠিক কতটুক, ঐটা জানিনা। মনে হয় এসব বিষয় জাইনা তারপর শিওর হইয়া নিয়া ব্যবসা করতেছে।

প্রশ্নর্কতা:মুরগির?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:সে কি গরু ছাগল এগুলারও দেয়?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:শুধু মুরগিরটা দেয় আর মানুষেরটা দেয়?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এইযে ধরেন কোন প্রানী, মুরগি যে অসুস্থ হলো বা গরু অসুস্থ হয়, এইযে ঔষধ কিনতে হবে কিনা, এই সিদ্ধান্তটা কে নেয়?

উত্তরদাতা:আমার শ্বশুর।

প্রশ্নর্কতা:শ্বশুর নেয় নাকি আপনি নেন? কে নেয়?

উত্তরদাতা:শ্বশুর নেয়।

প্রশ্নর্কতা:শ্বশুর নেয়। মানে গরু এবং মুরগি এই বিষয়ে যদি কোন ঔষধ কিনতে হয়, সেটার সিদ্ধান্ত শুধু শ্বশুরই নেয় নাকি আপনিও নেন?

উত্তরদাতা:আমার শ্বশুরই নেয়।

প্রশ্নর্কতা: শ্বশুরই বেশী নেয়। আপনি মাঝেমধ্যে নেন না আপা?

উত্তরদাতা:না। আমি ওসব নিয়া বেশী ইয়া করিনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এটা নেয়, সিদ্ধান্ত, তো কি ধরনের ঔষধ মানে খাওয়ান ধরেন ইয়াকে?

উত্তরদাতা:মুরগির অসুখ হলে ডাক্তারের ঔষধ বেশী না খাওয়ায়য়া গ্রাম এলাকায় মানুষ যেটা করে থাকে,

প্রশ্নর্কতা:কিরকম?

উত্তরদাতা:যেমন গাছের গুটি এনে মুরগিকে খাওয়ায় দেয় বা ঐটা খেলেও ভালো হয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:কিসের গুটি?

উত্তরদাতা:যেমন আম গাছের পাতায় যে গুটি থাকে, ঐগুলা।

প্রশ্নর্কতা:গোল গোল যে ইয়া, গুটি?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা দেখতে কিরকম গুটিগুলা?

উত্তরদাতা:ঐগুলা ছোট ছোট গোটার মতো। ঐগুলা আইনা

প্রশ্নর্কতা:আম গাছের কি ফুল নাকি ফুল?

উত্তরদাতা:না। আম গাছের পাতায় যে গুটি হয়

প্রশ্নর্কতা:ঐগুলা খাওয়ায়। গোল গোল যেটা। ঐগুলা খাওয়ালে ভালো হয়?

উত্তরদাতা:ঐগুলা খাওয়ালে ভালো হয়ে যায় অনেক সময়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর কি করে?

উত্তরদাতা:আর এমনে কোন কিছু করা হয়না।

প্রশ্নর্কতা:আর এমনে দোকান থেকে বা পশু ডাক্তার বা মুরগির ডাক্তারকে দেখায়ে ঔষধ, এটা খাওয়ান না?

উত্তরদাতা:না। বেশীরভাগ আনা হয়না।

প্রশ্নর্কতা: বেশীরভাগ আনা হয়না। আর যদি গরু হয় আপা?

উত্তরদাতা:গরু হলে ডাক্তার আনে।

প্রশ্নর্কতা:কোন জায়গা থেকে আনেন?

উত্তরদাতা:বাজার থেকে।৫০:০০

প্রশ্নর্কতা:কোন বাজার?

উত্তরদাতা:বাঁশতৈল।

প্রশ্নর্কতা:এখানে কে, গরুর চিকিৎসা করে কোন ডাক্তার?

উত্তরদাতা:এখানে আছে একটা সেলু ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা:কি নাম?

উত্তরদাতা:সেলু।

প্রশ্নর্কতা:সেলু?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:উনি পড়াশোনা কি, উনি কি

উত্তরদাতা:উনি পড়াশোনা বিএসসি নাকি ইন্টার এটা আমি জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:তো সে কিভাবে গরুর চিকিৎসা করে? মানে উনি তো যদি জেনারেল লাইনে পড়ে

উত্তরদাতা:হ্যা। ঐ লাইনে পড়ালেখা করেই হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:করছে। কিন্তু গরুর বিষয়ে তার কোন ডিগ্রী বা সার্টিফিকেট আছে কিনা আপনি জানেন?

উত্তরদাতা:না। ঐটা আমি জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:উনি আজকে কতদিন ধরে করতেছেন এই ধরনের চিকিৎসা আপনার জানামতে?

উত্তরদাতা:চার বছর ধরে দেখতেছি।

প্রশ্নর্কতা: চার বছর ধরে, না? সেলু ডাক্তার।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:ভালো নাম কি উনার?

উত্তরদাতা:ঐ নামেই তো সবাই জানে।

প্রশ্নর্কতা:সেলু ডাক্তার? বসে কোথায়? কোন ফার্মেসিতে বসে নাকি , বাসা থেকে এসে, বাসা থেকে আসে আপা নাকি হচ্ছে যে কোন ফার্মেসিতে বসে?

উত্তরদাতা:ঐ বাজারেই ফার্মেসি আছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, এইযে গরু আপা, এটা কি কোন এন্টিবায়োটিক কি খাওয়ায়ছেন কোন সময়ে?

উত্তরদাতা:হ্যা, খাওয়ানো হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:কবে খাওয়ায়ছেন?

উত্তরদাতা:এটা মনে করেন এটা আনার পরে ঐরকম কোন হয় নাই। এমনে অসুস্থতার জন্য কোন ঔষধ খাওয়ানো হয় নাই। এমনে কৃমির ঔষধ খাওয়ানো হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:কৃমির ঔষধ খাওয়ায়ছেন। আর?

উত্তরদাতা:আর এমনে স্যালাইন খাওয়াই।

প্রশ্নর্কতা:স্যালাইন খাওয়ান? এমনে কোন পাওয়ারের ঔষধ বা এন্টিবায়োটিক জাতীয় কোন ঔষধ, কোন অসুখ হয়ছিল এটার?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:কত বছর ধরে, কতদিন ধরে এটাকে পারতেছেন?

উত্তরদাতা:এটা আট মাস।

প্রশ্নর্কতা:আট মাস। এই আট মাসের মধ্যে কি মানে এইযে যেমন মুরগি বলছিলেন গায়ে গোটা উঠছিল। এটা কতদিন আগে বললেন মুরগির?

উত্তরদাতা:পনের দিন

প্রশ্নর্কতা:পনের বিশ দিন আগে। আর গরুর কি কোন সমস্যা হয়ছিল এই আট মাস এর মধ্যে আনার পরে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:কোন ধরনের গরুর যে বিভিন্ন ধরনের অসুখ হয়।

উত্তরদাতা:না। ঐ ধরনের কোন কিছু হয়নি। মাঝখানে একটু খাওয়া বন্ধ হয়ছিল। পরে স্যালাইন খাওয়াইছি। পরে ঠিক হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:এটা কয়দিন বন্ধ ছিল খাওয়া বন্ধটা?

উত্তরদাতা:খাওয়া বন্ধ ছিল দুই তিন দিন।

প্রশ্নর্কতা: দুই তিন দিন। তো তখন কোন গরুর ডাক্তার দেখান নাই?

উত্তরদাতা:না। ডাক্তারে বলছিল যে স্যালাইন খাওয়াতে।

প্রশ্নর্কতা:কোন ডাক্তারে?

উত্তরদাতা:সেলু ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা: :সেলু ডাক্তার। খাওয়া বন্ধ ছিল দুইতিন দিন। তারপরে স্যালাইন কয়দিন খাওয়ায়ছেন?

উত্তরদাতা:স্যালাইন এখন নিয়মিতই খাওয়ানো হয়।

প্রশ্নর্কতা: খাওয়ানো হয়, মানে সেটা, স্যালাইনের সাথে আর কোন ঔষধ কি দিছিল? কোন এন্টিবায়োটিক বা পাওয়ারফুল কিছু?

উত্তরদাতা:না। আর কিছু দেয়নি।

প্রশ্নর্কতা:স্যালাইন কয়টা দিছিল? কয়টা খাওয়ায়ছিলেন?

উত্তরদাতা:এক প্যাকেট।

প্রশ্নর্কতা:কয় দিন মানে প্রতিদিন দিনে কয়টা?

উত্তরদাতা:একটা।

প্রশ্নর্কতা:কতদিন খাওয়ায়ছেন এভাবে?

উত্তরদাতা:খাওয়ানো হয় তো স্যালাইন এই পনের দিন ধইরা।

প্রশ্নর্কতা:আজকে, এখনো খাওয়াচ্ছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। প্রতিদিন খাওয়ায়।

প্রশ্নর্কতা: প্রতিদিন খাওয়ান। তো খরচ কেমন হয় আপা? মনে করেন একটা স্যালাইনের প্যাকেটের দাম কত?

উত্তরদাতা:ঐটা মনে হয় দেড়শো দুইশো টাকা। এটা সঠিক আমি জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে স্যালাইন, আমরা যেরকম স্যালাইন খাই, এরকম নাকি আরো বড় প্যাকেট?

উত্তরদাতা:না। ঐটা থেকে একটু বড় প্যাকেট।

প্রশ্নর্কতা: বড় প্যাকেট। দাম কেমন একটা প্যাকেটের?

উত্তরদাতা:দাম আমি জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:এখন ঘরে কতগুলো প্যাকেট আছে আপা এরকম?

উত্তরদাতা:ঘরে মনে হয় একটা আছে।

প্রশ্নর্কতা:একটা। মানে ডাক্তার কি বলছে যে প্রতিদিন খাওয়ানোর জন্য বলছে এরকম?

উত্তরদাতা:মনে করেন যে কয়দিন এটা সমস্যা থাকে।

প্রশ্নর্কতা:এখনো কি সেই সমস্যা হচ্ছে? এখনো যে খাওয়াচ্ছেন?

উত্তরদাতা:না। কোন সমস্যা নেই।

প্রশ্নর্কতা:তো একটু আগে যে বললেন আপা যে মানে এখনো খাওয়াচ্ছে।

উত্তরদাতা:এখন খাওয়ায়তেছে ঐটা মুখে রুচির জন্য।

প্রশ্নর্কতা: রুচির জন্য। আচ্ছা। তার মানে সমস্যার পরে সেলু ডাক্তার বলার পর আপনারা স্যালাইন খাওয়ায়ছিলেন? স্যালাইন কয়দিন খাওয়ায়ছিলেন?

উত্তরদাতা:পনের দিন।

প্রশ্নর্কতা:খাওয়ানোর পরে সুস্থ হয়ে গেছে। এখন রুচির জন্য মাঝেমধ্যে স্যালাইন খাওয়াচ্ছেন। বর্তমানেও কি প্রতিদিন একটা করে খাওয়াচ্ছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। একটা করে খাওয়ানো হচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:একটা করে খাওয়াচ্ছেন। আচ্ছা। মানে কোন এন্টবায়োটিক কি খাওয়ান নি আপা? কোন পাওয়ারফুল ঔষধ? বা কোন ইয়ে? এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা:না। ঐ ধরনের কোন কিছু খাওয়ানো হয়নি।

প্রশ্নর্কতা:একটাই গরু? না?

উত্তরদাতা:একটাই।

প্রশ্নর্কতা:তো এইযে যে স্যালাইন বা অন্যান্য যে ঔষধ আর কোন ঔষধ কি আছে বর্তমানে? গরুর জন্য? গরুর জন্য বর্তমানে স্যালাইন ছাড়া আর কিছু ঔষধ আছে আপনার ঘরে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে আমি ঐটা একটু দেখবো শেষে। তো মানে

উত্তরদাতা: আচ্ছা, হয়ছে কি?

প্রশ্নর্কতা: একটু, হয়ে গেছে আপা। তো যেটা হচ্ছে যে মানে ঐ স্যালাইন খাওয়ার পরে গরুর কোন সমস্যা হয়ছিল আপা?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এখন একটা বিষয়ে জানতে চাচ্ছিলাম এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স, এটা কি বোঝেন আপা এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স?

উত্তরদাতা:না। ঐগুলা বুঝিনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে আমি যদি একটা উদাহরন দিই। ধরেন, আপনি যদি যে একটা ঔষধের কোর্স কমপ্লিট করতে হয়, বুঝছেন? তাহলে এটা যদি কেউ কমপ্লিট না করে তাহলে কিছু দিন পর দেখা গেল আবার অসুখ হলে ঐ অসুখটা খেলে তার আর রোগ ভালো হচ্ছেনা। তো আমরা তখন বলি রেজিস্টেন্স হয়ে গেছে। তাহলে এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স এটা আসলে কি?

উত্তরদাতা:ঐটা আমি অতো বুঝিনা। ঐগুলা সম্বন্ধে

প্রশ্নর্কতা:কোন ধারনা

উত্তরদাতা:কোন ধারনা নেই।

প্রশ্নর্কতা:ঔষধ খেলে অসুখ ভালো হচ্ছেনা, এটা শুনছেন কারো কাছে কোন ডাক্তার

উত্তরদাতা:হ্যা, শুনছি।৫৫:০০

প্রশ্নর্কতা:এইরকম আরকি। যদি আমরা একটা উদাহরন দিই। এটা একটু বুঝায়ে বলতে পারবেন আসলে আপনি কি বুঝেন?

উত্তরদাতা:মনে করেন অনেক সময় যে অনেক ডাক্তাররা ভুল ঔষধ দেয়। বা ঐ ঔষধ খায়য়া শরীরে অনেক ক্ষতি হয় বা ঐ ঔষধটা খেলে ওর অসুখ আরো বেশী হয়ে যায়। অসুখটা সারেনা। বা অন্য ধরনের কোন সমস্যা হয়।

প্রশ্নর্কতা:এটা বলতেছেন এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর কি হতে পারে আপা? কি ধরনের সমস্যা? আর একটু এক মিনিট। মানে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স হয়ে গেলে? যেটা বলতেছিলাম আপা, এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স, যেটা বলতেছিলেন। যে ধরেন ঔষধ খেলে ভালো হচ্ছেনা অসুখ বলতেছিলেন। এটা যদি আর একটু খুলে বলেন। আসলে রেজিস্টেন্স হলে কি হয়?

উত্তরদাতা:মানে দেখা যায় যে আমরা অনেক সময় ডাক্তারের কাছে যাই। যে অনেক ডাক্তার অসুখটা না বুইঝা না জাইনা ঔষধ লিইখা দেয়। ঐ ঔষধ নিয়া খায়লে পরে আমাদের শরীরে সমস্যা হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক বমি হয়তেছে বা জ্বর হয়তেছে। ঔষধটা উল্টা রিএকশন করে। পরে শরীরের অনেক ক্ষতি হয়। বা শরীরে অনেক কিছু অনেক কারনে শরীরে অনেক বড় ধরনের কোন সমস্যাও হয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:বড় ধরনের বলতে কি ধরনের সমস্যা?

উত্তরদাতা:যেমন দেখা যায় ঐ ঔষধটা খাওয়ার পরে পেটে পাথর হয় বা কিডনিতে সমস্যা হয় বা আরো অন্য ধরনের কোন সমস্যা হয়। ঐ ধরনের একটু সচেতন থাকতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি যেটা বললেন যে এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স হলে কি ধরনের সমস্যা হয়, এটা কয়েকটা আপনি বললেন। আপনি কি চিন্তিত যে এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স এটা নিয়ে যে রেজিস্টেন্স যদি হয়ে যায়, এই বিষয়টা নিয়ে কি চিন্তা করেন আসলে?

উত্তরদাতা:হ্যা। ঐটা নিয়ে তো একটু ইয়া আছেই।

প্রশ্নর্কতা:তো ঔষধ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে, বা যখন আপনি বাচ্চার জন্য বা পরিবারের কেউ ঔষধ খায়, তখন এই বিষয়টা কি আপনি মাথায় রাখেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। এটা দেখেই, ডেট দেইখা বা ঔষধ দেইখা তারপর খাওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে মানে এটা আমরা কিভাবে দূর করতে পারি যে এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সটা যদি না হয়, এটা আমরা না করতে চাই

উত্তরদাতা:এটা দূর করতে হলে আমাদের সচেতন থাকতে হবে বা আমাদের ওগুলো নিয়ে সবসময় মাথায়, ঐ কথাটা মাথায় সবাই রাখতে হবে বা ঔষধ দেইখা

প্রশ্নর্কতা: ঐ কথাটা বলতে কোনটা আসলে?

উত্তরদাতা:যেমন ঔষধের ডেট আছে কিনা বা ঔষধটা ঠিকমতো ডাক্তার দিল কিনা,

প্রশ্নর্কতা:জ্বী। না, ঐটা তো ডাক্তার দিল, দেখলেন যে ডেটও ঠিক আছে। আপনি আনলেন, খাওয়া শুরু করলেন। মানে খায়তে গিয়ে বা এন্টিবায়োটিকটা ব্যবহার করতে গিয়ে কোন কোন ইসুগুলা মাথায় রাখতে হবে যেন রেজিস্টেন্স না হয়, এজন্য?

উত্তরদাতা:যাতে ঔষধটা খাওয়া হয় বা ঔষধের যে ডেট না থাকে, ঔষধটা যদি খাওয়া হয় বা ঐ সময় রেজিচস্টেন্স হয়তে পারে।

প্রশ্নর্কতা:মানে যেমন ধরেন খাওয়া হয়, ঠিকভাবে খাওয়া বলতে কি বোঝাচ্ছেন আসলে?

উত্তরদাতা:মানে ঔষধটা যদি ভালো থাকে বা ডেট থাকে

প্রশ্নর্কতা:ডেট আছে, আপনি দেখে নিলেন যে ডেট আছে। ডাক্তারও দিছে। ভালো ঔষধ। আনলেন, খাওয়া শুরু করলেন। ধরেন আপনাকে পনের দিনের জন্য ঔষধ দিল, বললো যে দিনে দুইটা করে বা তিনটা করে খান। আপনি খাওয়া শুরু করলেন। এখন খায়তে গিয়ে বা কোন সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা:বা যদি ঐখানে যদি ডাক্তার বইলা দেয় যে, দুইবেলা খাওয়া উচিত। সেখানে যদি আমরা একটু কম কইরা বা বেশী কইরা খায়য়া ফেলি, ঐখানে কোন সমস্যা হয়তে পারে।

প্রশ্নর্কতা কোন সমস্যা মানে কিরকম সমস্যা হতে পারে, আপা?

উত্তরদাতা:যেমন ঔষধ যদি আমরা ভুল করে খেয়ে ফেলি তখন দেখা যায় যে বমি হয়, বমি হয়, মাথা ব্যাথা হয়। । ঔষধ খাওয়ার কারনে হঠাৎ করে শরীর দুর্বল হয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা তো প্রাথমিক কিছু লক্ষন বা সাময়িক কিছু ইয়া হলো কিন্তু স্থায়ী কোন সমস্যা হতে পারে? যেমন, কিছুক্ষন আগে বলতেছিলেন যে কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বা রেজিস্টেন্স হয়ে যায়, রেজিস্টেন্স মানে ধরেন ঔষধ খেলে , আমরা বলি না যে অনেক সময়, ঔষধ কাজ করতেছেনা। অনেক দিন ধরে ঔষধ খাচ্ছি, এরকম অনেক সময় আমনরা বলিনা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো যদি এভাবে একটু চিন্তা করেন আপা, তাহলে কি হতে পারে? এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স যদি আমরা বলি। এটা এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স হয়ে গেছে।

উত্তরদাতা:হ্যা, দেখা গেল যে ঔষধ, আমরা যে ঔষধটা আনছি বা ডাক্তারে দিছে, ঐ ঔষধটা যদি ভালো না হয় বা ঐটা খাওয়ার পরে যদি আমরা ভুল করে ফেলি বা খাওয়ায় কোন ইয়া হয়, তখন ঐ ঔষধটা উল্টা রিএকশন করলে পরে কোন সমস্যা হয়তে পারে শরীরের দিক দিয়া।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এটা যাতে না হয়, এজন্য আমরা কিভাবে সচেতন হতে পারি? একটা বললেন যে আমরা সচেতন হতে পারি। তো সচেতন বলতে আসলে কি করতে পারি আমরা? কি করতে হবে আপা?

উত্তরদাতা:আমাদের সবসময় ভালো ডাক্তারের কাছে যায়তে হবে। বা প্রেসক্রিপশন দেইখা ভালো জানাশুনা ডাক্তার বা ভালো বড় ডাক্তার, এমবিবিএস ডাক্তার দেখায়য়া আমাদের ঔষধ আনা দরকার। বা প্রেসক্রিপশন লেখা,ঐ ঔষধ লেখা দেইখা ঔষধ জানি ভালোভাবে আনতে পারি, ঐটা সবসময়

প্রশ্নর্কতা:আনলেন। আনার পর খাওয়া শুরু করলেন, ধরেন। শুরু করতে গিয়ে কোন জিনিস কি খেয়াল রাখতে হবে?

উত্তরদাতা:হ্যা। খেয়াল রাখতে হবে যে ঐটা

প্রশ্নর্কতা:কিরকম?

উত্তরদাতা:নিয়মানুযায়ী খাওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা:নিয়ম বলতে কোন নিয়ম?

উত্তরদাতা:মানে ডাক্তার যে নিয়ম দেয় বা দিনে দুই বেলা বা তিন বেলা, ঐটা

প্রশ্নর্কতা:কতদিন খায়তে হবে এভাবে?

উত্তরদাতা:ঐভাবে একেকটা আছে এক সপ্তাহও খায়তে হয়। আবার পনের দিন খায়তে হয়, আবার একেক ঔষধ আছে যে একমাস খায়তে হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এখন ডাক্তার যে কয়দিন দেয়, সে কয়দিনই খায়তে হবে নাকি এটা একটু কম বেশী খায়লে অসুবিধা নাই?

উত্তরদাতা:অনেক সময় কম খায়লেও, কমই খাওয়া হয়। মনে করেন যে ঐটা, যদি অসুখটা সাইরা যায় তারপর ঔষধ খাওয়ার প্রতি এত ইয়া থাকেনা।

প্রশ্নর্কতা:তো এটা যদি কম খায়, ধরেন পনের দিনের জন্য দিল, পাঁচ দিন খায়লো বা দশ দিন খায়লো। পাঁচ দিন কম খায়লো বা দশ দিন খেলোই না। তাহলে কি কোন সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা:হ্যা, হতে পারে। ঐটা পরে আবার দেখা যায় যে দুই তিন মাস পরে ঐটা শরীরে আবার হয়তেছে।

প্রশ্নর্কতা:আবার হচ্ছে? মানে রোগট নাকি?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:অসুখটা আবার হচ্ছে। তাহলে এর পরবর্তীতে সে যদি আবার সেম ঔষধটা খায়, তাহলে কি সে সুস্থ হবে, ভালো হবে?

উত্তরদাতা:হ্যা, ভালো হবে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এই রোগটা তিন মাস পর আবার হলো। যেমন আপনার বাচ্চার গোটা আবার উঠছে।

উত্তরদাতা:হু।

প্রশ্নর্কতা:এখন আপনি তাকে যে ঔষধটা ডাক্তার আগে দিছিল, সেটা আপনি আবার বলতেছিলেন সাতদিন খাওয়ায়ছিলেন।

উত্তরদাতা:খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা:খাওয়ায়ছেন। কিন্তু এখনো সে ঔষধ আছে। কিন্তু এটা ডাক্তার প্রথম বার দিছিল পনের দিনের জন্য। পরবর্তীতে কি ডাক্তার, আবার তার কাছে গেছিলেন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:না যেয়ে আপনি তাকে আবার সাতদিন কিনে তাকে খাওয়ায়ছেন। খাওয়ায়য়া বাকী সময়ে খাওয়ান নাই। সাতদিনে সে সুস্থ হয়ে গেছে। এখন এই অসুখটা কি আবার হতে পারে? সাদের?

উত্তরদাতা:এখন মনে হয় তো এটা নিয়মিত খায়লে আর হয়বোনা।

প্রশ্নর্কতা:নিয়মিত, এটা তো একটা এন্টিবায়োটিক। একটা এন্টিবায়োটিক কি একটা মানুষ যতদিন বাঁচবে, বা যতদিনর বসবাস করবে, সারাজীবন এটা খেয়ে যাবে?

উত্তরদাতা:না। অতো দরকার নাই। মনে করেন যে এখন অসুখটা হয়ছে। ডাক্তারে বলছেযে এবার সাইরা গেলে আর হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

প্রশ্নর্কতা:তো সেকেন্ডবার যেহেতু আপনি ডাক্তারের সাথে কথা বলেন নাই মানে সেক্ষেত্রে যে আপনি নিজে যে খাওয়াচ্ছেন, এটা মানে কয়দিন খাওয়াবেন, কিভাবে খাওয়াবেন এই সিদ্ধান্তটা আপনি কিভাবে নিলেন?

উত্তরদাতা:ঐটা আমি ঢাকার ঐ ঔষধ খাওয়াইছি ঐটা মনে কইরা যে এই ঔষধ খাওয়ানোর পরে একবার সারছে বা এটা প্রেসক্রিপশন দেইখা আবার আনায়লে মনে হয় অসুখটা সাইরা যায়বো।

প্রশ্নর্কতা:সেরে যাবে, ঐটা মনে করে আপনি খাওয়াচ্ছেন। তাহলে এক্ষেত্রে এখানে এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স এর কোন বিষয় আছে এখানে? সাদের এই ঘটনাটা বা এই বিষয়টা যদি একটু চিন্তা করেন আপনি, যে এটাতো একটা এন্টিবায়োটিক। ডাক্তার আপনি বলছেন তিনটা ঔষধ দিছে। তারমধ্যে দুইটা এন্টিবায়োটিক। তাহলে এই যদি এন্টিবায়োটিক এভাবে ক্রমাগত খেয়ে যায়, কিছুদিন পরপর। তাহলে তার কোন সমস্যা হবে, রেজিস্টেন্স বা এই জাতীয় কোন সমস্যা হবে?

উত্তরদাতা:হয়তেও পারে। বা অসুখ, ঔষধের মধ্যে আমরা যদি কোন অনিয়ম করি বা ভুল কইরা খাওয়ায় বা যে কয়বার খাওয়ানোর কথা থাকে, তার থেকে বেশী খাওয়াই বা কম খাওয়াই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা, রেজিস্টেন্স এই কথাটা বলতে আসলে কি বোঝেন আপা? এন্টিবায়োটিক তো আমরা আগেই আলোচনা করছি যে, ঔষধ যেটা অনেকেই বলে পাওয়ারের ঔষধ বা একটা ঔষধ।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর রেজিস্টেন্স জিনিসটা কি আসলে?

উত্তরদাতা:রেজিস্টেন্স মানে আমরা ঔষধটা যে খাই, ঐ ঔষধটা আমাদের সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ঐ ঔষধটা নিয়মমতো খাওয়া হয়। মানে নিয়ম মতো যদি খাওয়া না হয়

প্রশ্নর্কতা:এটাতো মানে ব্যবহার বিধি বা ব্যবহারের সময় আমাদের কিছু নিয়মকানুন মেনে চলা। এখন এই রেজিস্টেন্স বা যে একটা ঔষধ রেজিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে। শরীরে বা মানুষের সাথে একটা ঔষধ রেজিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে। এটা বলতে কিবোঝেন আপা?

উত্তরদাতা:ঐটা মানে যে ঔষধ যদি আমরা ভুল করে খাই, তখন ঐটা আমাদের শরীরে যায়য়া যেকোন ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে পারে বা শরীরে কোন অসুখ দেখা যায়তেছে যে বাইড়া যায়তে বা শরীরে অনেক কোন, বড় কোন ক্ষতি করতেছে। বা কিডনিতে অনেক, দেখা গেল যে ঔষধটা খাওয়ার ফলে পেটের ভিতর যেকোন সমস্যা হয়তেছে। বা আরো কোন সমস্যা হয়তেও পারে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এটা না হওয়ার জন্য আমরা কি করতে পারি?

উত্তরদাতা:ঐটা না হওয়ার জন্য আমরা সচেতন থাকতে হবে। ঔষধগুলো ঠিকমতো নিয়মানুযায়ী খায়তে হবে। বা ডাক্তারের পরার্মশ অনুযায়ী ঔষধগুলো সেবন করতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো অনেক ধন্যবাদ, আপা। আমাকে অনেক সময় দিলেন। তো আমি আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আপনার বাচ্চা সাদ এবং আপনার শ্বশুর শ্বাশুড়ি। দো দোয়া করবেন। ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আবার যদি কোন কাজে আসি বা ইয়াতে দেখা হবে। তো ভালো থাকেন। ধন্যবাদ। আসসালামুআলাইকুম।

----------oooooooooooooooooooooooooo----------